CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 05 July 2021 ■ আগরতলা ০৫ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ২০ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আবারও দিল্লী কাঁপাবে অন্নদাতারা

বাদল অধিবেশনের প্রতিদিন সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখাবে কিসান মোর্চা, বিরোধী দলগুলিকেও আন্দোলনে অংশ নিতে আবেদন

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.)।। কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বাদল অধিবেশনের প্রতিটি দিন সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখাবে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বৈঠকে বিরোধী দলগুলিকেও এই আন্দোলনে অংশ নিতে আবেদন।

রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে গুরনাম সিং জানিয়েছেন, কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বাদল অধিবেশনের প্রতিটি দিন সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখাবে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। ৪০টি কৃষক সংগঠনের প্রতিটি থেকে ৫ জন করে প্রতিনিধি, অর্থাৎ মোট ২০০ জন সংসদের বাইরে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। পাশাপাশি, সংযুক্ত কিসান মোর্চার তরফ থেকে ৮ জুলাই জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলগুলিকেও এই আন্দোলনে অংশ নিতে আবেদন জানান তিনি। বলেন, "আমরা কেন্দ্রের সমস্ত বিরোধী দলকে আবেদন করব তাঁরা ১৭ জুলাই থেকে অধিবেশনের প্রতিটি দিন যেন তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হন। ওয়াক আউট করে সরকারের সুবিধা করে না দিয়ে সংসদ কক্ষের ভিতরে প্রতিবাদ করলে তা আরও জোরদার হবে। সরকারকে বাধ্য করতে হবে যাতে এই বিষয়ে তারা কথা বলে।"

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৯ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হবে, চলবে ১৩ অগস্ট পর্যন্ত।

পানীয় জলের দাবীতে ধর্মনগরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ঢুপিরবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর এলাকার গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণভাবে সাপ্লাই-এর জলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘ ৯ দিন যাবৎ পাইপ লাইন ফেটে যাওয়ায় এলাকায় কোন জল নেই। জমির আল ধরে অর্ধেক কিমির উপর যাওয়ার পর একটা পয়েন্ট আছে। সেখান থেকে ওভার ফ্লো হওয়া জল এনে খাওয়া, রান্না-বান্না, স্নানাদি সবই করতে হচ্ছে। দশদিন আগে জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় জল না আসায় এলাকার ৩০০-৩৫০ জন মানুষ দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান অজয় দেব এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের সাথে যোগাযোগ করেন। তারা ডি ডব্লিও এস'এ যোগাযোগ করে, একদিন ১৫-২০ মিনিটের জন্য ট্যাঙ্কারে করে জল এনে সরবরাহ করে। পরদিন থেকে আর কারোর পাত্তা নেই। অবশেষে গ্রামের পুরুষ-মহিলারা মিলে রবিবার সকাল থেকে কৃষ্ণপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যাল সংলগ্ন এলাকায় অর্থাৎ ধর্মনগর- পানিসাগরের ব্যস্ততম সড়কটি অবরোধ করে। আধা ঘন্টার মধ্যেই ধর্মনগর থানা থেকে পুলিশ বাহিনী ছুটে যায়। ডি ডব্লিও এস'র এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ দাস ছুটে যান। আলোচনাক্রমে গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন।

করোনায় আরও চারজনের মৃত্যু, আজ রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজ্যে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে। তাছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নমুনা পরিক্ষা হয় ৮২৪৪ জনের। করোনা শনাক্ত হয় ৪২৮ জনের। মৃত্যু হয় ৪ জনের। পশ্চিম জেলায় সংক্রমিত হয় ১১৮ জন, সিপাহীজলা জেলায় সংক্রমিত হয় ৩৪ জন, গোমতী জেলায় সংক্রমিত হয় ৪২ জন, দক্ষিণ জেলায় সংক্রমিত হয় ৬৫ জন, খোয়াই জেলায় সংক্রমিত হয় ৪৮ জন, ধলাই জেলায় ৪৬ জন, উত্তর জেলায় সংক্রমিত হয় ২২ জন এবং উনকোটি জেলায় সংক্রমিত হয় ৫৩ জন। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৫৫০ জন। সুস্থতা হার ৯৩.৭১ শতাংশ। এবং সুস্থ হয় ৩৬৬ জন। পজিটিভিটির হার ৫.১৯ শতাংশ। তবে সংক্রমণ নিয়ে আবার কারো কারো অভিমত করোনা কারফিউর শিথিলতায় মানুষের অসচেতনতা চরম পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।

প্রসঙ্গতত, রাজ্যে সংক্রমণ কমছে না। প্রতিদিন গড়ে ৪০০ থেকে ৪৫০ জন কোভিডে সংক্রমিত হচ্ছেন। গত ৫ দিনে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে কোভিডে। গত ১ জুলাই এক জনের মৃত্যু কিছুটা স্বস্তি দিলেও ফের প্রতিদিন গড়ে দুইজনের মৃত্যু হচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোভিড পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জানিয়েছেন যে মেঘালয় বাদে আটটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ ক্রমহ্রাসমান। শ্রী সিং আটটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর বলেন, "মেঘালয়ই একমাত্র ব্যতিক্রম, রিভোই জেলার একটি কারাগারে কোভিডের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে"।

তারপরেও সোমবার রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় দল। ত্রিপুরার কোভিড-১৯ নজরদারি কর্মকর্তা দীপ দেববর্মা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বলেছেন যে আর এন সিংহের নেতৃত্বে একটি দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় দল সোমবার রাজ্যে পৌঁছে যাবেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী (ডোনার) জিতেন্দ্র সিং সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্য সংক্রমণের হার ইতিবাচক হারে হ্রাস পাচ্ছে। আর এন সিংহের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় দলটি রাজ্যে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় দেশে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৫৫ জনের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.)।। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও খানিকটা কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। রবিবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ হাজার ১১ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও বেড়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৫৫ জনের।

রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৪ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৩৩। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ২ হাজার ৫ জনের। দেশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় বর্বরোচিত হত্যাকান্ডে নিহত সেলিমের মৃতদেহ নিতে আপত্তি জানাল মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই।। তেলিয়ামুড়ায় গরু চুরির অভিযোগে বর্বরোচিত হত্যাকান্ডে অন্যতম নিহত যুবক সেলিমের মৃতদেহ বাড়িতে নিতে আপত্তি জানাল তার মা।

ময়নাতদন্তের পর পরিবারের পক্ষ থেকে নিয়ে যেতে নারাজ। যদিও পরে মৃত দেহটি বাড়িতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়।গরু চোর সন্দেহে গণধোলাই-এ নিহত হওয়া সোনামুড়া এলাকার ৩ যুবকের সঙ্গে থাকা বড়দোয়াল এলাকার নিখোঁজ সেলিম মিয়া ওরফে হৃদয় (১৮) এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল শনিবার মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন উত্তর মহারানী শুভারাম পাড়ার গভীর জঙ্গল থেকে।

রবিবার সকালে সোনামুড়া এলাকা থেকে মৃত সেলিম মিয়ার পরিবারের লোকজন তেলিয়ামুড়া ছুটে আসে। এবং তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে গিয়ে সেলিম ওরফে হৃদয়ের পায়ের ক্ষত চিহ্ন দেখে তার মৃত দেহ সনাক্ত করে পরিবারের লোকজন।

তবে সেলিমের মৃতদেহ এখন পর্যন্ত ময়নাতদন্ত করা হয়।এদিকে ময়নাতদন্তের পূর্বেই পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত দেহটি নিতে নারাজ হয়। মুঙ্গিয়াকামি থানার এস আই রণজিৎ দাশের দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মৃতদেহটি পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে রাজি হয়। এদিকে মৃত সেলিম মিয়া পরিবার অবস্থা দিন আনতে পান্তা ফুরায়। তার মধ্যে তার দেহটি নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার মত অর্থকরী ও নেই। ফলে প্রথমদিকে মৃতদেহটি না নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আরজি রাখেন। পুলিশের তরফ থেকে যেন মৃতদেহটি কবর দিয়ে দেয়। তবে শুভবুদ্ধি মহলের অভিমত মা হয়ে ছেলের মৃতদেহটি বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি।

মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরে মহারাজগঞ্জ বাজারের পাঠা বাজার সংলগ্ন এলাকার রাস্তার পাশ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম জানা যায়নি। বাজারের ব্যবসায়ীরা মৃতদেহটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। বটতলা আউটপোস্ট এর পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে মহারাজগঞ্জ বাজারে পরপর বেশ কয়েকটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

শনিবার রাতে আগরতলা চন্দ্রপুর বাজার থেকে এক ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। স্থানীয় মানুষজন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগর থেকে ধাওয়া করে কমলাসাগরে উদ্ধার লগ বোঝাই গাড়ি, পলাতক বনদস্যুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ জুলাই।। রবিবার সকালে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে গোপন খবরের ভিত্তিতে গাড়ি সহ কাঠ উদ্ধার করে বক্সনগর ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিট এর ইনচার্জ চিন্ময় মালাকার এর নেতৃত্বে বন বিভাগের কর্মীরা।

জানা যায় আজ সকাল ৭টায় বনদস্যুরা সরকারি বন বিভাগের জায়গায় থেকে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে খবর পেয়ে বক্সনগর আশাবাড়ি গাও পঞ্চায়েত এর দুপুরিয়াবান্দ এলাকা থেকে গাড়ি ধাওয়া করেন বক্সনগর ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিট এর ইনচার্জ

চিন্ময় মালাকার । তার সহ কর্মী দের নিয়ে প্রথমে গাড়ি টি হাতের নাগালের বাইরে চলে গেলেও দপ্তরের জেলা আধিকারিক এর নিকট খবর দেন গাড়ি অনুসন্ধান কারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চারিত্রিক অধঃপতনের দায়ে বিজেপি থেকে বহিস্কার নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। চারিত্রিক অধঃপতনের দায়ে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের শাসক দলের এক বুথ সভাপতিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিস্কৃত সভাপতির নাম আজারুদ্দিন। জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে সে এলাকার মা-বোনদের নানাভাবে উত্যক্ত করে চলছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। রবিবার এলাকার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত এর উপস্থিতিতে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় অভিযুক্ত আজারুদ্দিন এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মহিলা থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে। শুধু নারীঘটিত কেলেঙ্কারি নয়, তার বিরুদ্ধে নেসা পাচার বাণিজ্যে জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এলাকার জনগণ তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন গত বেশ কিছুদিন ধরেই শাসকদলের তকমাধারী ওই আজারুদ্দিন এলাকায় একদিকে নারীদের উত্যক্ত করে চলেছিল অন্যদিকে নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। তাকে দলের পক্ষ থেকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তার চারিত্রিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সে কারণেই তার বিরুদ্ধে দলের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপত্তা কর্মীদের রক্তদানে এগিয়ে আসতে আহ্বান বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্ত সংকট দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। চাহিদামত রক্ত না পাওয়ায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যা দূরীকরণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রবিবার আগরতলায় ছাত্র-যুব ভবনে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

বামপন্থী ছাত্র যুবকরা প্রতি সপ্তাহেই আগরতলা শহর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করে চলেছে। ছাত্রজীবনের এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার। ছাত্র জীবনের পাশাপাশি পুলিশ টিএসআর বিএসএফ আসাম রাইফেলস সিআরপিএফ সহ বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ে নিরাপত্তাকর্মীরা নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবির সংগঠিত করতেন। বর্তমান সরকারের আমলে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এজন্য রক্তদাতারা দায়ী নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আধিকারিকদের এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ডার গোলচক্করে নেশা কারবারীকে ধরে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় এক নেশা কারবারিকে হাতেনাতে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়েছেন এলাকাবাসী। আটক নেশা কার বাড়ির নাম শান্তনু দাস। জানা যায় গভীর রাতে সে এক বাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। তখনই বর্ডার গোলচক্কর এলাকার মানুষজন তাকে পাকড়াও করেন। তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আটক নেশাকারী শান্তনু দাস জানিয়েছে অপর এক যুবক তাঁকে ট্যাবলেট নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিল। উল্লেখ্য বর্ডার গোলচক্কর সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গন্ধহীন নেশা বিক্রির প্রবণতা ব্যাপক হারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর ও উদয়পুরে ১৩ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ ও বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কৈলাসহর/ উদয়পুর, ৪ জুলাই।। ফের কৈলাশহর থানার পুলিশ ও বিএসএফ এর যৌথ অভিযানে কৈলাসহর পাইতুর বাজার থেকে ১৩ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ বিল্লাল আহমেদ নামে এক যুবককে বাইকসহ আটক করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কৈলাশহর থানার পুলিশ ও ২০ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে ধর্মনগর থেকে টিআর০৪বি৫৬৫৩ নম্বরের বাইক চালিয়ে আসা নেশা সামগ্রী সহ এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়। আটককৃত যুবকের নাম বিল্লাল আহমেদ। বয়স ২৫। বাড়ি টিলাগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়। তার পিতার নাম মধু মিয়া।

তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হাতে নিয়েছে পুলিশ। এদিন

উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মুল্য ১৩ লাখ টাকা। এর আগে গোপন সংবাদ মারফত বি এস এফ এসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সঞ্জীব কুমার এবং কৈলাশহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডা অভিযুক্ত বিল্লাল মিয়াকে পাকড়া করার জন্য শহরের সমস্ত রাস্তায় নাকা চেকিং পয়েন্ট বসায়। অবশেষে বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ পুলিশের জালে ধরা পড়ে নেশা কারবারি বিল্লাল আহমেদ। এখন দেখবো কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডা কি বলছেন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি জনগণকেও আহ্বান জানিয়েছেন এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য। জনগণের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত অরুণাচল সংঘের পাশে এক বাড়ি থেকে বিলেতি মদ সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এই মদ বিরোধী অভিযানে ছিলেন উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার এস আই দেবব্রত সিনহা ও ইন্সপেক্টর শংকর সাহা। এই মদ ও নেশা বিরোধী অভিযানে জনগনের গোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৫৫ ◘ ৫ জুলাই ২০২১ ইং ◘ ২০ আষাঢ় ◘ সোমবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

টুইটার-ফেসবুক কতটা নিরাপদ

টুইটার-ফেসবুক গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে। রাজনৈতিক নেতারাও এই ফাঁদ হইতে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ফলের টুইটার ফেসবুক নিয়া অনেকের মধ্যেই নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে।

গণ্ডগোলটা বিশ্বের নজরে আসিয়াছে জানুয়ারিতে। ওভাল অফিসে তখনও ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদ্যমান। যদিও আমেরিকানরা ভোটে জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে চান না। বাইডেন শপথ না নেওয়ায় ট্রাম্প কাজ চালা ইতেছিলেন।এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে কয়েক হাজার ট্রাম্প-সমর্থক হামলা চালাল ক্যাপিটল হিলে। আর টুইটারে ট্রাম্প কার্যত সিলমোহর বসাইলেন এই গুন্ডামির। ট্রাম্পকে টুইটার আজীবনের জন্য ব্যান করিল সেদিন। রাষ্ট্রের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার যুদ্ধের ভেরি কিন্তু বাজিয়া গেল।

যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ট্রাম্পের উপর এই নিষেধাজ্ঞা আদতে বিচ্ছিন্ন ঘটনা, টুইটার আসলে আমজনতার হইয়া বিপথগামী রাজনীতিবিদদের সবক শেখাইতেছে, তাঁহাদের ভ্রান্তিও অচিরেই দূর হইল। পটোম্যাকের অশান্ত ঢেউ আছড়াইয়া পড়িল দেশ থেকে দেশান্তরে। কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি হইয়া

দিল্লিতেও। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ- মূলত এই তিন অতিকায় মার্কিন বহুজাতিকের সঙ্গে নানা বিষয়ে ব্রিটেন থেকে কেনিয়ার বিবাদ মাথাচাড়া দিতেছে। দিন কয়েক আগে আফ্রিকাতেও টুইটার প্রবল বিতর্কে পড়ে। নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে নাইজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বুহারির টুইটার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয়। ট্রাম্পকে দুবছর সাসপেন্ড করিল ফেসবুক।

আর এই বিতর্কের মাঝে যাহা ভারতে হইল, তাহাও বেশ বিতর্কিত। শাসকদলের সঙ্গে টুইটারের বিবাদ চলিবার মাঝেই উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে নীল টিকচিহ্ন উড়িয়া যায়। উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের নীল টিকচিহ্ন চলিয়া গেল। মানে তাঁহাদের সরকারি অ্যাকাউন্টের যথার্থতা নিয়ে টুইটার নিশ্চিত নয়। বিস্তর চ্যাঁচামেচির করিবার কয়েক ঘণ্টা পরে অবশ্য নীল টিকচিহ্ন ফিরিয়া আসে। টুইটার বলে, কেউ টানা ছয়মাস অ্যাকাউন্টে লগ ইন না করিলেই এমন হয়। এই ঘটনা ফের বোঝাইল, সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থার সঙ্গে ভারত সরকারের দূরত্ব বাড়িয়াই চলিয়াছে। একেই হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে কেন্দ্রের মামলা চলিয়াছে।প্রশ্ন হইল, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে পৃথিবী জুড়িয়া রাষ্ট্রশক্তিরর এই সংঘাত কেন?

প্রথমেই দেখা যাক, সংঘাতের ক্ষেত্রগুলো কী কী? ফেসবুকের ক্ষেত্রে যেমন তাহার কয়েকশো কোটি গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়া গড়িয়া ওঠা অতিকায় তথ্যভাণ্ডারের বাণিজ্যিকীকরণের লাভের গুড় চাইছে রাষ্ট্র, তেমনই ঘুরপথে হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটারে জনগণের মত প্রকাশের সীমারেখা টানিতে উদ্যোগী ক্ষমতাশালীরা। গ্রাহক-তথ্য নিয়া ব্যবসায়ী সংস্থাগুলো এটা মানিতে রাজি নয় ।কেন রাজি নয়? সংস্থার কর্তাদের যুক্তি, বিশ্বে এই প্রথম কয়েকশো কোটি মানুষ নির্ভয়ে নিজস্ব মত প্রকাশ করিতে পারিতেছেন তাঁহাদের প্ল্যাটফর্মে। যাহা আসলে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তি এই যুক্তি মানিতে রাজি নয়। তাঁহাদের মতে, পৃথিবীজুড়িয়া যখন সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তখন ভুবনজোড়া এই মাধ্যমকে হিংসা ছড়াইতে ব্যবহার করিতেই পারে। তাহাই তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা জরুরি। অন্য পক্ষের যুক্তি, এই দোহাই দিয়া রাষ্ট্র আদতে তাহার বিরুদ্ধে মতাবলম্বীদের খুঁজিবে। স্বাধীন বক্তব্য দেওয়ার পাট লাটে উঠিবে।

ফেসবুকের সঙ্গে বিবাদ মূলত তাহার বিপুল গ্রাহক তথ্যভাণ্ডার বাণিজ্যিকীকরণের লভ্যাংশ নিয়া সংবাদমাধ্যমের দাবি, তাহাদের খবর ফেসবুকে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া এর প্রাপ্ত বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ের অংশ তাহাদেরও পাওয়া উচিত। অস্ট্রেলিয়াতে এই নিয়া জলঘোলার পর ফেসবুক কয়েকটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে চুক্তিও করিয়াছে। ভারত সহ অন্য দেশেও এর রেশ পৌঁছিয়াছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামীতে এমন সংস্থার সঙ্গেই বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তির অঘোষিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও বাঁধার সম্ভাবনা উড়ায়াইয়া দেওয়া যায় না। এইসব ছোটখাটো ঝামেলা সেই ইঙ্গিত দিতেছে। কারণ আর্থিক দিক দিয়া সংস্থাগুলি বহু দেশের থেকে যেমন বিত্তশালী, তেমনই কয়েকশো কোটি জনমত এরা নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট। ফলে ক্ষমতার রাশ কাহার হাতে, সেটাই মূল বিচার্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এ যেন ক্রমে কল্পবিজ্ঞান লেখক আইজ্যাক অ্যাসিমভের মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের বিবাদের মতো পরিস্থিতির দিকেই চলিতেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজ্যে করোনার গ্রাফ নামতেই উপনির্বাচনের পক্ষে সওয়ায় সুখেন্দু শেখর রায়ের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। অপরদিকে করোনা আবহের মাঝেই ক্রমাগত বাড়ছে তৃণমূল বনাম বিজেপি তরজা। এরই মাঝে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে উপনির্বাচনের পক্ষে সওয়ায় সুখেন্দু শেখর রায়ের তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় ।এদিন তিনি বলেন, ''রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার কম। তাহলে কেনও উপনির্বাচন করা যাবে না। সেই সঙ্গে এদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি নিয়ে সাফাই গাইলেন তিনি। বলেন, এমন কোনও স্বর্গীয় জায়গা আছে বলে আমার জানা নেই যেখানে দুর্নীতি হয় না। তবে, আমাদের কাজ হবে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে তাঁদের শাস্তি দেওয়া। আগেও দিদিকে বলো-সহ একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করেছে তৃণমূল। এভাবেই কাজ চলতে থাকবে। বিজেপি দলটা বাংলায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। ওদের পতন কেবল মাত্র সময়ের অপেক্ষা।

হাওড়ায় পুড়ে ছাই দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি বাস

হাওড়া, ৪ জুলাই(হি. স.): করোনা আতঙ্কের মাঝেই খাস কলকাতায় আগুন আতঙ্ক। রবিবার হাওড়ার পুড়ে ছাই দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি বাস। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। করোনা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। সেই আতঙ্কের মাঝেই একইদিনে দুবার আগুন। রবিবার প্রথমে আগুন লাগে লেকটাউন জয়া সিনেমা হলে। জয়া সিনেমা হলের আগুন আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই এবার হাওড়া বাস টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে থাকা পরপর তিনটি বাসে আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বাস গুলি। হঠাৎ করে আগুন লাগার ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। মুহূর্তে খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। কিভাবে আগুন লেগেছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে দমকলের তরফে। জানা গিয়েছে যে বাস গুলোতে আগুন লেগেছে সেগুলি স্কুল বাস ছিল।

রেড রোড দুর্ঘটনায় চালকের থেকে মিলল না ড্রাইভিং লাইসেন্স

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.): বাস চালুর প্রথম দিনেই খাস কলকাতার রেড রোডের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কেঁপে ওঠে শহরতলী। রেড রোডে রেলিং ভেঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামের পাঁচিল ভেঙে ঢুকে যায় মিনিবাস। ঘটনায় মৃত্যু হয় এক পুলিশের। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত বাস ড্রাইভারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রেড রোড দুর্ঘটনায় চালকের থেকে মিলল না ড্রাইভিং লাইসেন্স রবিবার এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে।

সংশোধনী

রবিবার জাগরণ-এর দ্বিতীয় পাতায় সম্পাদকীয়-এর শিরোনাম 'রাজ্যে নিয়া চিন্তিত কেন্দ্রীয়' এর পরিবর্তে পড়তে হবে 'রাজ্য নিয়া চিন্তিত কেন্দ্র' অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

প্লেগ রোগ প্রতিরোধে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর

ড. বিমল কুমার শীট

বর্তমান করোনা মহামারী যেমন বিশ্ববাসীর মনেপ্রাণের ত্রাসের সঞ্চার করেছে তেমনি অতীতেও একইভাবে প্লেগ মহামারী ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। গুজব, সত্য মিথ্যা নানা কাহিনী সেদিন জনজীবনের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। আর এরকম পরিস্থিতিতে প্রখ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল স্মরণযোগ্য।

১৮৫২ সালের ২৩ আগস্ট রাধাগোবিন্দ কর হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছির বেতড়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. দুর্গাদাস কর। রাধাগোবিন্দ কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এক বছর পড়াশোনার করে তিনি মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করেন। কারণ ডাক্তারি পড়ার সময় রাধাগোবিন্দ করের থিয়েটারে প্রতি টান দেখা যায়। পিতার বন্ধু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি। ১৮৬৮ সালের রাধাগোবিন্দ কর বাগবাজারের অ্যামেচার থিয়েটার তৈরি করেন। দীনবনমত্রের নাটক লীলাবতীতে তিনি ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়াও বহু নাটকে তিনি স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৮৮০ সালে রাধাগোবিন্দ কর পুনরায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি বছর পড়াশোনার পর তিনি স্কটল্যান্ডে যান। সেখানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তেকে এলআরসিপি ডিপ্লোমা গ্রহণ করে এক বছর পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজারে নিজের বাড়িতে তিনি চিকিৎসা শুরু করেন। খুব কম সময়ে তিনি চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন। নিজের বাড়িতেই ছিল শল্য চিকিৎসা ব্যবস্থা। দরিদ্র রোগীর কঠিন শল্য চিকিৎসা নিজেরা বড়িতেই করতেন। বিষপান করা রোগীর চিকিৎসায় তার বেশ হাত যশ ছিল। তাই কোন রোগী বিষপানে আত্মহত্যা করলে ডা. করের ডাকর পড়তে।

১৬৬৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডনে এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এই মহামারী গ্রেট প্লেগ নামে খ্যাত। কলকাতায় প্লেগ শুরুর দু'বছর আগে করাচিতে প্লেগ দেখা দেয়। পরে পুণে ও মুম্বাই হয়ে ১৮৯৯ সালে বাংলায় প্লেগ পৌঁছে যায়। আর এই প্লেগ ছিল ভয়ঙ্কর মারণ ব্যাধি। রোগ জীবাণু ইয়ারসিনিয়া

পেস্টিন এই রোগ সৃষ্টি করে। রোগাক্রান্ত ইঁদুর ও এক ধরনের মাছির দ্বারা এই রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই জাতীয় মাছি রোগাক্রান্ত ইঁদুরের দেহ থেকে প্লেগ জীবাণু গ্রহণ করে মানুষকে কামড়ায় এবং মানুষের শরীরে জীবাণু দ্রত বংশবৃদ্ধি করে এবং প্লেগ রোগ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো বিশেষ ধরনের প্লেগ মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। নিউমোনিক প্লেগ নিঃশ্বাস -প্রশ্বাসের দ্বারা রোগজীবাণু বায়ুবাহিত হয়ে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মহামরীর সৃষ্টি হয়। এছাড়া ছিল বিউবোনিক ও সেপ্টিসেমিক প্লেগ। এই ভয়াবহ প্লেগ মহামারী থেকে ১৮১৮ সালে ইউরোপের ২৫ কোটি লোকের মৃত্যু হয়েছিল। যা ছিল মোট লোকসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। ওই বয়স্কর মহামারী 'ব্ল্যাক ডেথ' নামে পরিচিত হয়ে আছে।

বাংলায় প্লেগ মহামারীর ফলে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অনুসন্ধান পত্রিকার প্রতিবেদন (২৫ বৈশাখ ১৩০৫) থেকে জানা যায় যে কলকাতার লোকেদের ভয়ানক আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। সকলেই ধনসম্পদ ছেনে কেউ রেলস্টেশনের দিকে, কেউ স্টিমার ঘাটে, কেউ গাড়িতে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ নৌকাতে করে যে যেদিক পারল সেদিকে ছুটতে শুরু করেল। বৃহস্পতিবার থেকে স্টেশনে দু'হাজার করে লোক বৃদ্ধি পেতে লাগল। কোম্পানি অতিরিক্ত যাত্রীদের জন্য গাড়ি যোগাতে না পেরে শেষে মালগাড়িতে লোক নিতে বাধ্য হলেন। স্টেশন হতে পোল পর্যন্ত লোকের ভিড়ে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। শিয়ালদহ স্টেশনের অবস্থাও একই রকম। সেযে গাড়ি, পাল্কি, নৌকা মেলা ভার হল। অনেকে পুত্র পরিবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে হেঁটে পালাতে আরম্ভ করল।

স্বাস্থ্য পত্রিকাও ৯ভাদ্র ১৩০৮) লিখল যে ১৯০০-১৯০২ সালে মৃত্যু সংখ্যা ৩৬৭২৮ জন। সুতরাং গত বছর ১৪০৪৪ জন লোক বেশি মারা গেছে। এই ১৪০৪৪ জন লোক বেশি মারা গেছে। এই ১৪০৪৪ জনের মধ্যে প্লেগেই ৮৩৫৪ জন্তুন মারা গেছ, অবশিষ্ট ৫৬১০ জন সন্দেহযুক্ত প্লেগে মারা গেছে বলে অনুমান করা হয়েছে। চারিদিকে যখন আতঙ্কের পরিবেশ সেই সময় বাংলার ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে জোর করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। গৃহস্থ বাড়ির এক প্রান্তে পরিষ্কার ঘরে বা বাড়ির ছাদে একটি ঘর নির্মাণ করে সেখানে প্লেগ রোগীর চিকিৎসা করা যাবে। এছাড়া তিনি পুরুষ রোগীদের জন্য পুরুষ চিকিৎসক এবং স্ত্রী রোগীদের জন্য মহিলা চিকিৎসক বন্দোবস্ত করেন।

এক্ষেত্রে আর্ত জনগণের সাহায্যে চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর এগিয়ে এলেন। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে নিজের চিকিৎসার ব্যবসা অবহেলা করে কলকাতাবাসীর মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ডা. আর জি কর এই সময় জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক পদে নিয়োজিত ছিলেন। কলকাতার অলিগলির প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে কোথায় রোগীর জন্য ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে তা আগে থেকে ঠিক করার ভার সরকার ডা. আর জি করের উপর দিয়েছিলেন। তিনি কলকাতার অলিগলিতে ঘুরে রোগী খুঁজে তাঁর চিকিৎসা করতেন। কোন রোগী পথ্য কিনতে অসমর্থ হলে ডা. আর জি কর নিজ পয়সায় তা কিনে দিতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন।

এই সময় অপর একজন বিদেশিনী প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিত। ডা. কর তার সম্পর্কে লিখেছেন 'সেইদিন প্রাতে বাগবাজারে কোন বস্তিতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখতে গিয়েছিলাম, রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। আমি বলিলাম, রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বাগবী বস্তিতে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা সম্ভব, তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। পরদিন ডা. কর পুনরায় রোগী দেখতে গিয়ে দেখলেন অস্বাস্ত্যকর পল্লিতি নিবেদিতা রোগগ্রস্থ শিশুটিকে কোলে নিয়ে বেস আছেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি নিজের বাড়ি ছেড়ে সেই বাড়িতে রোগীর সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। ছোট মই নিয়ে নিবেদিতা ঘরটি চুনকাম করলেন। রোগীর মৃত্যু জেনেও তাঁর শুশ্রুষায় শৈথিল্য দেখান নি। দু'দিন পর নিবেদিতার কোলে শিশুটির মুনত্য হল। সংক্রমণ রুখতে ও মৃত্যুর হার কমাতে ডা. আর জি কর ও নিবেদিতা দু'জন একজোট হয়ে কাজ করেছেন। তৎকালীন সময় এ দু'জনের জনসেবার এটি ছিল অনন্য নজির।

কেবল প্লেগ রোগীদের সেবা নয়, দূরদর্শী চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর উপলব্ধি করেছিলেন, রোগ সম্পর্কে এদশীয়রা এক স্থায়ী বিজ্ঞান সম্পন্ন ধারণা লাভ করুক। তাই প্লেগ সম্পর্কে মাতৃভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। বইটির মুঘবন্ধে তিনি লিখেছেন, এই পুস্তিকা রচনাকালে আমার লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষিত চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর জনসমাজের শিক্ষিত চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর জনসমাজের কাছে এই রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার কারণ, বৈশিষ্ট্য এবং যুক্তিসম্মত চিকিৎসার কথা পেশ করা, যা আমি সম্ভাব্য সকল প্রকার উৎস থেকে সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি একাধিক গ্রন্থ মাতৃভাষায় লিখেছিলেন, এগুলি হলো রোগী পরিচর্যা, ভিষক সুহৃদ সক্ষিপ্ত শারীরতত্ব স্ত্রীরোগের চিত্রাবলী ও সক্ষিপ্ত তত্ত্ব কর সংহিতা, সক্ষিপ্ত ভেষজতত্ত্ব, ও কবিরাজ ডাক্তার সংবাদ উল্লেখ্য। এছাড়া তিনি তাঁর পিতার লেখা ভাষজ্য রত্নাবলী গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন।

এছাড়া রাধাগোবিন্দ করের অন্যতম কৃতিত্ব হল পৃথক মেডিকেল কলেজের প্রয়োজনীয়তা ও স্থাপনের বাবনা এবং তাঁর এই ভাবনা বাস্তবায়িত হয় বেসরকারি ভাবে এশিয়ার প্রথম মেডিকেল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে। ১৯১৯ সালে এর নামকরণ করা হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ নাম। স্বাধীনতার পর ডা. করের অবদানকে সম্মান জানিয়ে কলেজের নামকরণ করা হয় আর জি কর মেডিকেল কলেজ। তার আগেই ইনফ্লুয়েঞ্জা, মহামারীর সময় ১৯১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট বেড়েই চলেছে মোকাবিলার কয়েকটি সহজ উপায়

অনুভব বেরা

সদ্য ভারতের নীতি আয়োগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে ২১টি ভারতীয় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। যার মধ্যে রয়েছে, রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, হায়দরাবাদের মতো শহর। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন অন্তত দশ কোটি মানুষ। ২০৩০-এ দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ভারতের ভূগর্ভস্থ জলের সংকট যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ কয়েকবছর আগে বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল। ভারতের পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের রিপোর্ট ২০১৭-র নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল ভূ পৃষ্ঠের উপরের জলে ঘটতি তাই মানুষ মাটির নীচের জলকে যথেচ্ছবাবে তুলে ফেলছে। নাসার উপগ্রহ চিত্রের ছবি থেকে ভারতের জলাধারগুলির জলে হু হু করে কমার ইঙ্গিত মেলে। তাতে আমরা সচেতন হইনি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমাত্রিকও বটে। কৃষিকাজে ও দৈনন্দিন জীবনে আমরা মাটির নীচের জলকেই ব্যবহার করছি। বেশ কিছু রাজ্যে নদীর জলে সেচ ব্যবস্থা থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া ভারতের প্রধান নদীগুলির জল কমে আসছে। এমতাবস্থায় মাটির জল ছাড়া উপায় কোথায়? গত দশ বছরে ভূগর্ভের জলের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই চলছে জলের অপচয় ও 'জলের লুঠ' ভারতের জলসম্পদ কমিশনের মতে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের লোকসংখ্যা ১৭৫ কোটি হবে। তার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং ৬ কোটি হেক্টরের পরিবর্তে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে । এই বিপুল জলের চাহিদা মেটাতে চাষের ক্ষেত্রে বিকল্প ভাবনা আনতে হবে। সবার আগে সেচ ব্যবস্থার মুক্ত বন্যা পদ্ধতি (সারা জমিতে টইটম্বুর জল ভরে চাষ) বন্ধ করতে প্রতি বিন্দু জল পিছু ফসল ও আয় নীতি ধারণা বাধ্যতামূলক চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ইজরায়েলের দুটি সমবায় পদ্ধতি 'কিবুৎজ ও মসহ্যাভ (মসহ্যাভ উপায় হল কৃষিজমিতে জলের স্বপ্ন ব্যবহার ও গ্রিনহাউস কৃ-কৌশলের সংবলিত রূপ। যেখানে কম জলে স্থানীয়ভাবে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যায়। একে মূল্যযুক্ত ফসল বলা হচ্ছে।

চেন্নাইয়ের এম এস স্বামীনাথর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হার বজায় রেখেও জলসম্পদ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সেই সঙ্গে পরিবেশও জৈব বৈচিত্র্য ধরে রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া ভারতে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং এবং কম জলের ফসলের ভ্যারাইটির চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ভারতে বেহিসেবিভাবে জল

তুলছে শহর মফস্বল, গ্রামের মানুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে বেসরকারি জল সরবরাহকারী সংস্থা। ১৯৯৪ সাল থেকে জল নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ভারতের মাটি থেকে জল তুলে মুনাফা লুঠছে। রেডিয়াম ওয়াটার লিমিটেড। ২০০০ সাল নাগাদ ছত্তিশগড়ের দূর্গ জেলার বেরাই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকে। ২০০৪ সালে কোকাকোলা কোম্পানি সারা বিশ্বে ২৮৩ বিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করেছে। ইন্ডিয়া রিসোর্স সেন্টারের মতে, ভারত থেকে যে পরিমাণ জল তুলেছে, সেই জল দিয়ে ওড়িশা কিংবা রাজস্থানের সমগ্র জেলার এক বছরের দলের প্রয়োজন মিটে যেতে পারত।

অন্যদিকে ভারতের ৩১১৯টি ছোব বড় উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি নিগড়ে নিচ্ছে মাটির তলার জল। অথচ মাটির তলার জলের রিচার্জ হচ্ছে না। বৃষ্টির জল ধরে রাখার পদ্ধতিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না মানুষ। অথচ হাজার হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে আসছে। এর সবচেয়ে প্রাচীন চার হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন রয়েছে প্যালেস্টাইন ও গ্রিসে। ভারতে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ইতিহাসও খুব প্রাচীন । সারা দেশজুড়ে নানা কৌশলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবহার হয়ে আসছে। যেসব সাবেকি পদ্ধতিগুলির কিছু অকেজো,অবহেলিত হলেও কিছু এখন কার্যকরী। সেকল ব্যবস্থা রি মডেলিং করে প্রয়োদ করার সময় এসে গেছে। রাজস্থানের জোহাদ, খদিন মহারাষ্ট্রে ভাণ্ডারা হিমাচলের কুহল মধ্যপ্রদেশের পাট, কর্ণাটকের কেরে তামিলনাড়ুর ইরি ইত্যাদি সবই সেচের জল ধরে রাখার পুরনো ব্যবস্থা। তার জন্য পাহাড়, মালভূমি ও সমতলের জল প্রবাহকে নানা ধরনের বাঁধ দিয়ে জলআটকে রাখা হয়। মেঘালয়ে বাঁশের নলের ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতি দুশো বছরের পুরনো। মিজোরাম, নাগাল্যান্ডে বাঁশের নালি দিয়ে চালের জল সংগ্রহে কৌশল তাদের একেবারেই নিজস্ব।

ডোবা, পুকুর, দিঘি, বিল, ঝিল ইত্যাদি ছোট বড় জলাশয়গুলি জল সঞ্চয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সব জায়গায় সহজে নলকূপের জল পাওয়া যায় সেখানে পুকুর দিঘি ইত্যাদি জলশায়গুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলায় অকেজো হয়ে থাকে। জলাশয়গুলোর বর্ষার আগে সংস্কার করে নিলে অনেকটা কাজ হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের সব রমক জলাশয়ের জল সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী কমবেশি চুঁইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ হয়। মাটির তলার জলভাণ্ডারে জল থাকলে ওপরের জলাশয়ের জল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় না। বেলেমাটির পুকুরে জলধরে রাখার দন্য এখন পুকুরের ভিতর দিক বাঁধা না, পলিথিনের আস্তরণ দেওয়া, কাদামাটি যোগ করে পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো নানা রকম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। বাড়ির ছাদ বা চালের জল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা জল গৃহস্থলির কাজের জন্য পলিথিনের ট্যাঙ্ক বা পাকা চৌব্বাচ্চার জমা করা যায়, বাকি জল ভূগর্ভস্থ জলবাণ্ডারে নানা উপায়ে যোগ করা যায়। সরাসরি ব্যবহারের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরে যোগ করার জল, উভয় ক্ষেত্রেই জল পরিশ্রুতি করা প্রয়োজন। পরিশ্রুতি করলে জল স্বচ্ছ হয় ও জীবাণু মুক্ত হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিআইটিইউ'এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

ফের বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম, একশো ছুঁলে আধঘণ্টা বন্ধ সব পেট্রল পাম্প

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : ফের বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। রবিবার কলকাতায় লিটার প্রতি ৪১ পয়সা বেড়ে পেট্রলের দাম হল ৯৯ টাকা ৪৫ পয়সা। লিটারপ্রতি ২৪ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম দাঁড়ালো ৯২ টাকা ২৭ পয়সায়। যার জেরে আগুন দাম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বাজার দরের।

অন্যদিকে, দিল্লিতেও পেট্রল ছুঁতে চলেছে ১০০ টাকা। সেখানে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ৯৯.৫১ টাকা, ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৮৯ টাকা ৩৬ পয়সা। বাণিজ্য নগর মুম্বই এবং দক্ষিণের রাজ্য চেন্নাইতে ইতিমধ্যে ১০০ পেরিয়েছে পেট্রল, ডিজেল। মুম্বইয়ে প্রতি লিটারে পেট্রলের দাম ১০৫.৫৮ টাকা, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯৬.৯১ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রলের দাম প্রতি লিটারে ১১০.৪ টাকা এবং ডিজেলের লিটারপ্রতি দাম ৯৩.৯১ টাকা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন এর বিরোধিতায় প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। কলকাতায় পেট্রলের দাম ১০০ ছুঁলে আধঘণ্টা বন্ধ থাকবে সব পেট্রল পাম্প। এই পরিস্থিতিতে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে বাস চালাতে নারাজ বাস মালিক, চালকেরা। করোনা পরিস্থিতিতে চরম ভোগান্তিতে নিত্য যাত্রীরা। এদিকে, সুযোগ বুঝে ট্যাক্সি ভাড়া বাড়াচ্ছে চালকেরা।

মন্ত্রী পীযূষের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর মন্তব্য, গ্রেফতার গোলাঘাটের যুবক

গুয়াহাটি, ৪ জুলাই (হি.স.) : তথ্য ও জনসংযোগ, সংসদীয় পরিক্রমা এবং জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় অরুচিকর, আপত্তিজনক মন্তব্য পোস্ট করার দায়ে গ্রেফতার হয়েছে জনৈক যুবক। গ্রেফতার যুবককে গোলাঘাট জেলার ঢেকিয়াল বেতিয়নি গ্রামের জনৈক রিদিপ শইকিয়া বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

রিদিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে সোশাল মিডিয়ায় অসাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগ করে গোটা কৈবর্ত সমাজকে অপমান করেছে। রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা কৈবর্ত কুলের সন্তান। তাই তাঁর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে অসাংবিধানিক, জাতি নিয়ে অরুচিকর শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে গালিগালাজ কোনও ভাবেই সহ্য করা হবে না। এ ব্যাপারে সারা অসম কৈবর্ত সম্মিলনীর মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি ভরালি গোলাঘাট সদর থানা এক এফআইআর দায়ের করেছিলেন। ওই এফআইআর-এর ভিত্তিতে মামলা নিয়ে অভিযুক্ত রিদিপ শইকিয়াকে গ্রেফতার করেছে গোলাঘাট পুলিশ।

কৈবর্ত সম্মিলনীর মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি ভরালি এই খবর দিয়ে বলেছেন, বিভিন্ন সময় অসমে বসবাসকারী কৈবর্তদের নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়, নানা সময় নানাভাবে অপমান করা হয়। এ সব বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। তাই তিনি ঢেকিয়াল বেতিয়নি গ্রামের জনৈক রিদিপ শইকিয়ার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গোলাঘাট সদর থানা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মন্ত্রী হিসেবে পীযূষ হাজরিকার সমালোচনা শতবার হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু এভাবে অসাংবিধানিক এবং জাতিগত তথা সম্প্রদায় নিয়ে অরুচিকর মন্তব্য ও গালিগালাজ তাঁরা কখনও মেনে নেবেন না। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

ভুয়ো ভ্যাকসিনের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিলের অনুমতি দিল না পুলিশ: সূত্র

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই কসবার জাল ভ্যাকসিন কাণ্ড নাড়িয়ে দিয়েছে শহরবাসীকে।পুরসভার যুগ্ম কমিশনারের পরিচয়ে কসবায় জাল ভ্যাকসিন ক্যাম্প চালানোর অভিযোগ ওঠে। এরই মাঝে কসবার ভ্যাকসিন কাণ্ডের প্রতিবাদে আগামীকাল সোমবার পুরসভা অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু বিজেপির মিছিলের অনুমতি দিলনা পুলিশ রবিবার এমনটাই খবর সূত্রের। করোনা হানায় ভুগছে শহরবাসী। এই পরিস্থিতে শহরবাসীর সেবায় ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। কিন্তু সেই ভ্যাকসিন নিয়ে সম্প্রতি জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, কিছুদিন আগেই কসবায় এক ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পে গিয়ে ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন তারকা সংসদ মিমি চক্রবর্তী। কিন্তু এরপরেই অভিযোগ ওঠে যে ওই ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ভুয়ো। সরকারি নথি জাল করে ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চলে সেখানে।

পুরসভার যুগ্ম কমিশনারের পরিচয় ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চালায় অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেব। সেই ক্যাম্প থেকে ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন বহু মানুষ। যতদিন এগোচ্ছে ততোই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে কসবা ভ্যাকসিন কাণ্ডে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এরই মাঝে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আগামীকাল বিজেপির পুরসভা অভিযানের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপির এই অভিযান আটকাতে অত্যন্ত কড়া কলকাতা পুলিশ। বিজেপির এই মিছিলের অনুমতি দিলো না কলকাতা পুলিশ।

ভাবুন শুভেন্দুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি না, তুষার মেহতা খোঁচা কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি . স.): একুশের বিধানসভা ভোটের আগেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। ফল বলছে ফের ক্ষমতায় তৃণমূল সরকার।কিন্তু অপর দিকে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তৃণমূল-বিজেপি তরজা।এরই মাঝে রবিবার ফের বিজেপিকে তোপ দাগিয়ে "তুষার মেহতা আপনাকে আরেকবার অনুরোধ করছি ভাবুন শুভেন্দুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি না" ফের টুইট খোঁচা তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে টুইট করে কুনাল ঘোষ আরও লেখেন, " মাননীয় তুষার মেহতা আপনাকে আরেকবার অনুরোধ করছি ভালো করে ভাবুন। শুভেন্দুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি না। আর নারদে সিবিআই এফআইআর নেমড শুভেন্দুর আপনার (এসজি এই মামলায় সিবিআই আইনজীবী) বাড়ি যাওয়াটাই কি প্রভাবশালী হিসেবে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা নয়! সেক্ষেত্রে ও গ্রেফতার হবে না কেন?

কেবল সিএ পরীক্ষার্থীদের জন্য সোমবার শিথিল আন্তঃজেলা পরিবহণ

গুয়াহাটি, ৪ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল সোমবার সিএ পরীক্ষা। তাই কেবলমাত্র সিএ পরীক্ষার্থীদের জন্য অসমে সাময়িক আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থায় শিথিল করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে রাজ্য পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা শাখার অতিরিক্ত মহানির্দেশক (এডিজিপি) জিপি সিং টুইট করে জানান, আগামীকাল সোমবার অনুষ্ঠেয় সিএ পরীক্ষার জন্য কোভিড সম্পর্কিত বিধি-নিষেধে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তবে এই শিথিলতা কেবলমাত্র সিএ পরীক্ষা-প্রার্থীদের জন্য। তিনি জানান, পরীক্ষার্থী এবং তাঁর সঙ্গে যে কোনও একজনের জন্য আন্তঃজেলা যাতায়াত, সান্ধ্য-আইন, পিলিয়ন রাইডিং এবং জোড়-বেজোড় নীতিতে সামান্য রেহাই দেওয়া হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্টদের যাতায়াত বা চলাচলের সময় তাঁদের সঙ্গে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড থাকতে হবে, প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে টহলদারি পুলিশ বা সাধারণ প্রশাসনের কর্মীদের তা দেখাতে হবে।

দক্ষিণ শালমারায় জালনোট সহ গ্রেফতার যুবক

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলায় ভারতীয় মুদ্রার জাল নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। জাল নোট পাচারের অভিযোগে জনৈক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে দক্ষিণ শালমারা থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মসলাবাড়ি চরের জনৈক জামাল উদ্দিনের বছর ২০-এর ছেলে আজিবর রহমান বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ রবিবার দুপুরের দিকে দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার পাটাকাটা সাপ্তাহিক বাজারে ভিডিপি এবং দক্ষিণ শালমারা থানার একদল পুলিশের যৌথ অভিযানে জাল নোট সহ আজিবর রহমানকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। আজিবরের হেফাজত থেকে ভারতীয় মুদ্রার ৫,০০০ (পাচ হাজার) টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশের কাছে প্রদত্ত বয়ানে আজিবর নাকি জানিয়েছে, এই টাকাগুলি সে বাংলাদেশের এক পাচারকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত আজিবর রহমান ভারতীয় মুদ্রার জাল নোট পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। জান নোট পাচার সম্পর্কিত তথ্য জানতে আজিবর রহমানকে দক্ষিণ শালমারা থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

মোদি ও মমতার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আম উপহার

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৪ জুলাই।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপহার হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আম পাঠিয়েছেন।

রোববার (৪ জুলাই) দুপুরে বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশি ট্রাকে করে উপহারের এ আম পাঠানো হয়। ভারত-বাংলাদেশ নোম্যানস ল্যান্ড এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমগুলো হস্তান্তর করা হয়। কাস্টমস ও বন্দরের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২৬০টি কার্টুনে করে আমের এই চালান পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আম পাঠানো বিষয়ে কাস্টমসের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রবি এন্টারপ্রাইজ। ভারত ও বাংলাদেশের পেট্রাপোল ও বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের জিরো পয়েন্টে ভারতের প্রতিনিধি মো. সামিউল কাদের প্রথম সচিব রাজনৈতিক উপহারের আম বোঝাই ট্রাকটি বুঝে নেন। উপহারসামগ্রীর মধ্যে ছিল হাড়িভাঙা জাতের দুই হাজার ৬০০ কেজি আম।

কাস্টমসের ডেপুটি কমিশনার অনুপম চাকমা জানান, হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভারতে নিযুক্ত কলকাতাস্থ প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) মো. সানিউল কাদের, বেনাপোল পৌরসভার মেয়র আশরাফুল আলম লিটন, শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মীর আলিফ রেজা, কাস্টমসের ডেপুটি কমিশনার অনুপম চাকমা, নাভারন সার্কেল এর সহকারী পুলিশ সুপার জুয়েল ইমরান, বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক মামুন কবীর তরফদার, বন্দরের উপ-পরিচালক আবদুল জলিলসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সেনা কলেজের ৮৫ জনকে নিয়ে বিমান ভেঙে পড়ল ফিলিপিন্সে

মানিলা, ৪ জুলাই (হি.স.) : রবিবার সাতসকালে সেনাবিমান ভেঙে পড়ল ফিলিপিন্সে। বিমানে ৮৫ জন যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে থেকে ৪০ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর দাউ দাউ করে জ্বলছে বিমানের ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্যেই উদ্ধারকার্য চলছে। তবে ঠিক কত জন হতাহত হয়েছেন, তা এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয়।

ফিলিপিন্সের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনার সি-১৩০ বিমানটিতে মোট ৮৫ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের সকলেই সেনাবাহিনীর কর্মী। সবে প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছিল। সন্ত্রাসদমনে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে জোলো দ্বীপের সুলু প্রদেশে মোতায়েনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সকলকে। ফিলিপিন্সের দক্ষিণ প্রান্ত সন্ত্রাসের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তাদের মোকাবিলা করতেই সেনা বাড়ানো হচ্ছিল সেখানে। তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার সঙ্গে নাশকতার কোনও সংযোগ রয়েছে কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : বেপরোয়া গতি ফের প্রাণ কাড়ল এক বাইক আরোহীর। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইক আরোহীর।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ হাওড়া থেকে এক্সাইডের দিকে আসছিল লরিটি। দ্রুত গতিতে আসার সময় পিছন থেকে ধাক্কা মারলে ছিটকে পড়েন বাইক আরোহী।

দুর্ঘটনার তীব্রতায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাঁর হেলমেট। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘাতক লরিটি পলাতক। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা বিধি কিছুটা শিথিল করে রাস্তায় বাস নামার পর দুর্ঘটনার খবর শিরোনামে আসে। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর রেলিং ভেঙে ফোর্ট উইলিয়ামের পাঁচিলের ওপর পড়ে ট্যাঙ্কার। ওই ঘটনায় আহত হন ট্যাঙ্কার চালক ও খালাসি।গত বৃহস্পতিবার রেড রোডে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে। মিনিবাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক পুলিশ কর্মীর। আহত হন বাসের ১৯ জন যাত্রী। পরে ক্রেন দিয়ে মিনিবাসটিকে সরিয়ে নীচ থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পুলিশ কর্মীকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিতসকরা মৃত ঘোষণা করেন।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

রবিবার ছুটির দিনেও রাস্তায় নামল কম বাস, যাত্রীদের ভোগান্তি

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : রবিবার ছুটির দিনেও রাস্তায় যাত্রীবাহী বাস কম নামার কারণে ধর্মতলা চত্বরে বাসের জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। অভিযোগ, এদিন বেসরকারি বাস না থাকার সুযোগে বেশি ভাড়া হাঁকছেন ট্যাক্সিচালকদের একাংশ। করোনা আবহে ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহণ ও একইসঙ্গে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি। জোড়া ফলায় এই দুর্ভোগ বলে মনে করছেন বাসযাত্রীরা।জ্বালানির ছ্যাঁকায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। আজ আবার বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের দাম। লিটারপ্রতি ৪১ পয়সা বেড়ে কলকাতায় পেট্রোলের দাম হল ৯৯ টাকা ৪৫ পয়সা। বাড়ল ডিজেলের দামও। লিটারপ্রতি ২৪ পয়সা বেড়ে কলকাতায় ডিজেলের নতুন দাম ৯২ টাকা ২৭ পয়সা। বেশ কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যেই সেঞ্চুরি পার করেছে পেট্রোলের দাম। ক্রমাগত জ্বালানির দাম বাড়ায় প্রভাব পড়ছে বাজারে। জিনিসপত্রের আগুন দামে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে আসতে চলেছে ৮টি নতুন থানা

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের আগে আরও ৮টি নতুন থানা পেতে চলেছে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। এই মুহূর্তে কমিশনারেটের অধীনস্থ থানার সংখ্যা ১৫। আরও ৮টি যুক্ত হলে, তা বেড়ে হবে ২৩। সূত্রের খবর, বেলঘরিয়া থানা ভেঙে হচ্ছে কামারহাটি ও দক্ষিণেশ্বর থানা। দমদম থানা ভেঙে হচ্ছে নাগেরবাজার থানা। টিটাগড় থানার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত, শিউলি ও মোহনপুর নিয়ে তৈরি হচ্ছে মোহনপুর থানা। জগদ্দল থানা এলাকার কাউগাছি ১ নম্বর ও কাউগাছি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে তৈরি হচ্ছে বাসুদেবপুর থানা। বীজপুরের গ্রামীণ অংশ নিয়ে তৈরি হচ্ছে জেটিয়া থানা। হালিশহর পুর এলাকায় গড়ে উঠেছে নতুন হালিশহর থানা। এছাড়া নৈহাটি পুরসভা নিয়েই শুধু থাকছে নৈহাটি থানা। নৈহাটি গ্রামীণ এলাকায় শিবদাসপুর ও মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে তৈরি হচ্ছে শিবদাসপুর থানা।পুলিশ সূত্রে খবর, ভাটপাড়া, জগদ্দলে লাগাতার অশান্তির কথা মাথায় রেখে তৈরি হচ্ছে নতুন তিনটি পুলিশ আউটপোস্ট।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা-গুলি, জখম দুই, উত্তপ্ত বেলঘরিয়া

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : শনিবার রাতে তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা, গুলি চালানোর অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বেলঘরিয়া। অভিযোগ, রাতে তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে বন্দুকের বাট দিয়ে ২ তৃণমূল কর্মীকে মারধর করা হয়। আক্রান্ত কর্মীরা বর্তমানে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি মোটরবাইক।

তৃণমূলের অভিযোগ, রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বাইক আরোহী ৮-১০ দুষ্কৃতী দেশপ্রিয় নগরে তৃণমূলের পার্টি অফিসে চড়াও হয়ে ২ তৃণমূল কর্মীকে টেনে বের করে বন্দুকের বাট দিয়ে মারধর করে। পালানোর সময় দুষ্কৃতীরা কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায় বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান মদন মিত্র। কামারহাটির তৃণমূল বিধায়কের দাবি, এলাকায় প্রোমোটিংয়ের নামে দুষ্কৃতীরাজ ও সিন্ডিকেটের দাপট বেড়েছে। প্রশাসনকে বলব, আরও শক্ত হতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব, এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজান। নেপথ্যে বিজেপির মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পাল্টা বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের দাবি, মদন-ঘনিষ্ঠরাই হামলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশে বিদেশি সিরিয়াল বন্ধের পথে

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৪ জুলাই।। বাংলাদেশে বিদেশি সিরিয়াল বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ। শনিবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ কথা জানান।

বিদেশি সিরিয়াল প্রসঙ্গে হাছান মাহমুদ বলেন, বিদেশি সিরিয়াল আমাদের বাংলাদেশে দেখানো হচ্ছে-এটা ঠিক। এজন্য যেসব বিদেশি সিরিয়াল ডাবিং প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলো একটি কমিটির মাধ্যমে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আর এ ধরনের সিরিয়াল বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন ওই কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে প্রদর্শন করতে হয়।

বাংলাদেশের টেলিভিশন পার্শবর্তী দেশে প্রদর্শিত হয় কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, পার্শবর্তী দেশে প্রদর্শিত হয়। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পুরো ভারতবর্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সব চ্যানেল দেখা হয়। গুয়াহাটিতে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে। কলকাতায়ও বেশ কয়েকটি চ্যানেল প্রদর্শিত হয়। এতে দুদেশের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু সেখানকার ক্যাবল অপারেটররা উচ্চ ফি দাবি করেন। তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ আরও বলেন, আগের সিনেমা হলে মানুষ যেতে চায় না। এজন্য সিনেমা হলের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। আধুনিকায়নের জন্য সিনেমা হলের মালিক ও পরিচালকদের সঙ্গে বসেছি। এ আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছি। তিনি (প্রধানমন্ত্রী) নির্দেশনা দিয়েছেন। আর সিনেমা হল যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য ১ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল তিনি গঠন করেছেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, একথা সত্য যে, হল কমে গেছে। আকাশ সংস্কৃতির কারণে এবং আকাশ সংস্কৃতির হিংস্র থাবা, টেলিভিশন এবং একইসঙ্গে ওটিটি প্ল্যাটফর্মসহ নানান কিছুর কারণে মানুষ আগের মতো এখন আর হলে যায় না। এটা শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নয়, সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপট।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলুর গুনাগুন

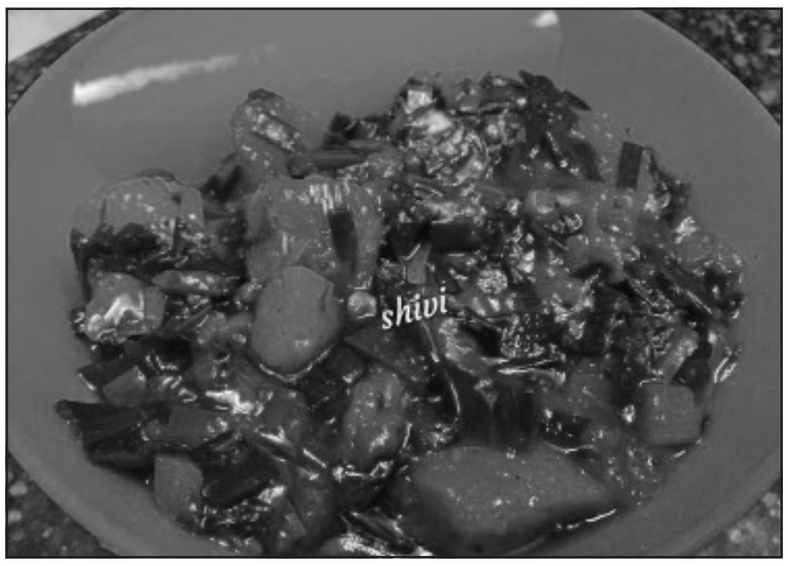

আলু খেয়ে ভাতের ওপর চাপ কমাতে চাইলে বরং জেনে নিন ভালো আলু চেনার উপায়।

আগে যা করতে হয়নি এখন এই গৃহবন্দি জীবনে হয়ত অনেক কিছুই করতে হচ্ছে।

বাজার করা, সবজি সংরক্ষণ বা রান্না করার মতো বিষয়গুলো যাদের ক্ষেত্রে নতুন তারা-সহ সবাকেই জানানোর জন্য আলু-বিষয়ক সাধারণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।

আর তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৃষি ও পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

হয়ত অনেকেই ভাববেন এত সবজি থাকতে আলু কেন?

কারণ আলু এমনই এক সবজি যা যেকোনভাবেই খাওয়া যায়। সহজে রান্না করা যায়। আর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে টেকেও অনেকদিন।

আলু খারাপ কিনা তা বোঝার উপায়

আলুতে কোনো রকম ছত্রাক দেখা দিলে তা কোনোভাবেই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ ছত্রাকের অংশ কেটে ফেললেও এর ভেতরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে।

যদি আলু কিছুটা নরম হয় বা অঙ্কুরিত থাকে তাহলে কী করবেন? মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আলু দেখতে টানটান লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রান্না করা যাবে। আলুর ৮০ শতাংশ পানি। তাই নরম হওয়ার মানে হল আলুর ভেতর পানি শুকাচ্ছে। তবে খুব বেশি নরম বা সংকুচিত হলে তা না খাওয়াই ভালো।

সবুজাভ রং হলে

আলুর রং সবুজ হয়ে আসলে তা খাওয়া ঠিক নয়।

'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে অনুসারে, আলুর ওপরে সবুজভাব দেখা দেওয়া মানে হল এতে বিষাক্ত যৌগ সোলেনিন রয়েছে। যা মাথা ব্যথা, বমি-বমিভাব এবং স্নায়ুবিক নানান সমস্যার কারণ হতে পারে।

ইউএসডি আরও জানায়, সবুজভাব যদি কেবল আলুর ত্বকে দেখা দেয় তবে তা ফেলে দিয়ে আলু খাওয়া যাবে। কিন্তু আলুর ভেতরের অংশে যদি সবুজভাব প্রবেশ করে তবে তা না খাওয়া উচিত। কারণ এই অংশ তিতা স্বাদযুক্ত।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে আলু কয়েক সপ্তাহ এমনকি এক মাসও ভালো থাকে।

- কেনার সময় দাগ মুক্ত, কাটা বা ছোপ নেই এমন আলু বেছে নিন।
- কেনার পরে আলু প্লাস্টিকের ব্যাগে না রেখে বাতাস চলাচল করে এমন প্যাকেটে রাখুন।
- রান্নার প্রয়োজন ছাড়া আলু ধোয়া যাবে না। আলুর খোসার ওপর জমে থাকা ময়লা একে অকালে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ্র অবস্থায় আলু সংরক্ষণ করা হলে তা ছত্রাকের সৃষ্টি করতে পারে। - আলু ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন, ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় নয়। ৪৫-৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইট তাপমাত্রা আলু সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। খুব বেশি শীতল স্থানে (রেফ্রিজারেটরে) রাখালে তা আলুর স্বাদ ও গঠনে পরিবর্তন আনে। ৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইটের ওপরে আলু সংরক্ষণ করা হলে তা আলুর পানিশূণ্যতার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে আলু সবুজ হয়ে যেতে পারে। তাই একে সূর্যালোক থেকে খনিকটা দূরে অন্ধকার স্থানে রাখা উচিত।
- আলু ও পেঁয়াজ কখনই এক সঙ্গে রাখবেন না। কারণ পেঁয়াজ এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে যা আলুর দ্রুত পচনের জন্য দায়ী।

করোনাভাইরাস: এখনও যা জানার বাকি

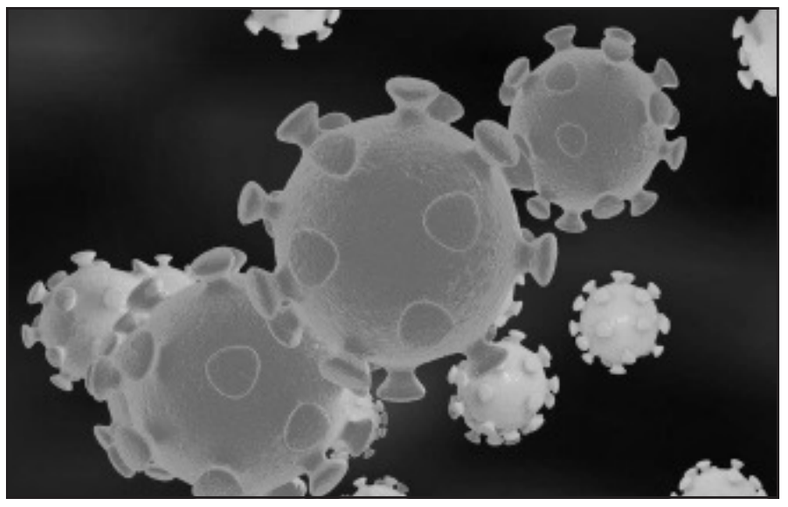

ঘরবন্দি মানুষের মনে হতেই পারে, এই দুঃসময় চলছে বহু যুগ ধরে; কিন্তু এই বিশ্ব আসলে নতুন করোনাভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

এই তিন মাসে নভেল করোনাভাইরাস বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপরও এ ভাইরাসের অনেক দিক এখনও তাদের বোঝার বাকি।

আতঙ্ক আর সচেতনার অভাবে মানুষ কান দিচ্ছে নানা গুজবে। বিজ্ঞানীদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজছে পুরো বিশ্ব।

এক প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রশ্ন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবিসি।

আসলে আক্রান্ত কত?

এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

ইতোমধ্যে পরীক্ষা করে লাখ লাখ মানুষের শরীরে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে গবেষকদের অনেকেরই ধারণা, ওই সংখ্যাটি মোট আক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেই সব রোগীদের সংখ্যা, যাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু উপসর্গ সেভাবে প্রকাশ পায়নি। কারও শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণভাবে তার শরীরে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যদি সেই এন্টিবডি তৈরি করার একটি ভালো পদ্ধতি পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আক্রান্তের সংখ্যা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কতটা প্রাণঘাতী এ ভাইরাস?

কত মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটেছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলে মৃত্যুহারও সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান হিসাব করে বলা যায়, এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার ৫ শতাংশের কম। তবে আক্রান্ত হলেও উপসর্গ দেখা যায়নি এমন রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুহার কমে আসবে।

উপসর্গ আসলে কী কী

জ্বর ও শুকনো কাশিই নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গ, যেগুলো থাকলে সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়া গলাব্যথা, মাথাব্যথা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার মত উপসর্গের কথাও এসেছে। কিছু ঘটনায় রোগীর গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কথাও এসেছে।

আবার সর্দি কিংবা হাঁচির মত উপসর্গ, যেগুলো সাধারণ ফ্লুতে দেখা যায়, সেরকমও অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

গবেষণা বলছে, উপসর্গ প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকেই হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে ভাইরাসটি বহন করছেন এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের থেকে এই ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু?

শিশুদের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই ভাইরাসে শিশুদের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর হার অন্য বয়সশ্রেণির তুলনায় অনেক কম।

ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে, শিশুদের থেকে বড়দের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তারা বড়দের কাছে যায়, মাঠে খেলতে যায়।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল বাড়িয়ে চলা কভিড-১৯ শিশুদের মাধ্যমে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে।

নভেল করোনাভাইরাস কোথা থেকে এল

গত ডিসেম্বরের শেষে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে এক বাজার থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীও কেনাবেচা হত।

সার্সের করোনাভাইরাসের জ্ঞাতি ভাই এ নতুন ভাইরাসকে সার্স-সিওভি-২ নামেও ডাকা হচ্ছে। বাদুরে এই ভাইরাস দেখা গেলেও একটি মধ্যবর্তী কোনো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসেছে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু সেই যোগসূত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে। আর যতদিন তা অজানা থাকবে, নতুন প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

গরমে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে?

শীতকালে জ্বর-সর্দি সহজেই কাবু করে মানুষকে। গরমে এই সমস্যা কম হয়। তবে গরমকালে নভেল ভাইরাসের সংক্রমণ কমবে কি না- নিশ্চিত করে তার উত্তর দেওয়ার মত প্রমাণ গবেষকরা এখনও পাননি।

যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতু বদল এই ভাইরাসের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তা সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ফ্লুর ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে প্রভাব, তারচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গরমে যদি সংক্রমণের হার সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়, তাহলে এই আশঙ্কাও থাকবে যে শীতে হয়ত সংক্রমণের হার আবার বেড়ে যাবে। আর ওই সময়টায় এমনিতেই হাসপাতালে সাধারণ ফ্লুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

কারো কারো অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় কেন?

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃদু অসুস্থতা অনুভব করেন। তবে ২০ শতাংশের অসুস্থতা গুরুতর রূপ পায়।

এর একটি কারণ হতে প্যারে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা যার যত সক্রিয়, তার মধ্যে অসুস্থতার মাত্রা হয়ত তত কম। এক্ষেত্রে জেনেটিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়গুলো বোঝা গেলে রোগীকে আইসিইউতে না রেখেও চিকিৎসা দেওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে।

একবার সেরে উঠলে আবার হতে পারে?

এ বিষয়ে যত জল্পনা কল্পনা আছে, প্রমাণ তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একবার জয়ী হলে, সেই এন্টিবডি যে স্থায়ী হবে, সেই নিশ্চিয়তাও তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাদের মধ্যে কারও কারও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছু জায়গায় এসেছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নেগেটিভ আসায় রোগীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও হয়ত তার মধ্যে সংক্রমণ ছিল।

আর এই ভাইরাসের সঙ্গে গবেষকদের পরিচয় যেহেতু মাত্র তিন মাসের, সেহেতু নিশ্চিত করে কিছু বলার মত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও গবেষকদের হাতে নেই।

তবে ভবিষ্যতে এ ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্যই এন্টিবডির বিষয়ে ফয়সালা হওয়াটা জরুরি।

এ ভাইরাস কি নিজেকে বদলাচ্ছে? ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন খুব সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনকাঠামোতে ওই পরিবর্তন খুব বড় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যত দিন যাবে, এ ভাইরাস মানুষের জন্য তত কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে সেটা যে হবেই, সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া সম্ভব না। সমস্যাটা হচ্ছে, এ ভাইরাস যদি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তাহলে শরীরে আগে তৈরি হওয়া এন্টিবডি হয়ত আর তাকে চিনতে পারবে না। তখন পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

করোনাভাইরাস এবং ডায়াবেটিস রোগীর সতর্কতা

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।বিষয়টা এমন নয় যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। বরং অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব রোগীদের খারাপ জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি ডায়াবেটিস সু-নিয়ন্ত্রিত না হয়। এজন্য নিচের বিধিগুলো মেনে চলা উচিত

সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ডায়াবেটিস এবং করোনভাইরাস রক্তে উচ্চশর্করার হার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।যাদের ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন হার্ট বা ফুসফুসজনিত বা কিডনিজনিত জটিলতা আছে তাদের জন্য করোনভাইরাস প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন

সর্বোত্তম উপায় হল যতটা পারেন বাড়িতে থাকুন।যদি বাইরে যেতেই হয় তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখুন এবং একটি কাপড়ের মাস্ক পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় এবং বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত ধোবেন বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগেও হাত ধুয়ে নিন এবং যে জায়গায় ইঞ্জেকশন দেবেন সে জায়গা পরিষ্কার করে নিন।বাড়ির প্রত্যেকেরই নিজের হাত প্রায়শই ধোয়া উচিত। বিশেষত পরিবারের জন্য রান্না করার আগে। কোনো বাসন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা যাবে না। আর যদি বাড়ির কেউ অসুস্থ থাকে তবে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকতে হবে।একান্তই একই ঘরে থাকতে হলে একটি কাপড়ের মাস্ক পরতে হবে।করোনাভাইরাসের সময়ে ডায়াবেটিস রোগীর পরিকল্পনা

ইন্সুলিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ বাসায় রাখা যাতে বার বার বাইরে যেতে না হয়।

রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাতের কাছে মধু, চিনি-মিষ্টি বা ফলের রসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক সময় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। তাই তার ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে হবে। যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসা করুন

কতবার রক্তের শর্করার পরীক্ষা করতে হবে।

অসুস্থ হলে আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করবেন।

ঠাণ্ডা বা ফ্লু'র কোন ওষুধগুলো আপনার পক্ষে নিরাপদ। অসুস্থ হলে কী করবেন যদি অসুস্থ বোধ করা শুরু করেন তবে বাড়িতে থাকুন। মানসিকভাবে শক্ত থাকুন।আপনার রক্তের শর্করা স্বাভাবিকভাবে যতবার পরীক্ষা করতেন তার চেয়ে বেশিবার পরীক্ষা করুন।কোভিড-১৯ ক্ষুধা হ্রাস করতে পারে এবং কম খাওয়ার কারণে শরীর দুর্বল করে ফেলতে পারে। অসুস্থ থাকাকালীন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তরল প্রয়োজন। পানি কাছাকাছি রাখুন এবং পান করুন।জ্বর বা কাশিজাতীয় ভাইরাসের লক্ষণগুলো থেকে মুক্তিদেয় এমন কিছু ওষুধ রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চমাত্রায় অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। অ্যাসিটামিনোফেনের কারণে শর্করার মান মনিটরে ভুল দেখাতে পারে।কাশি এবং সর্দির ওষুধগুলোতে চিনির পরিমাণ বেশি। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এগুলো নেওয়ার আগে ডাক্তার বা ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।যদি করোনাভাইরাসের লক্ষণগুলি যেমন- শুকনো কাশি, জ্বর, বা শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায় তবে ডাক্তারকে ফোন করুন। আপনার রক্তে সবর্শেষ শর্করার মান অন্যান্য রোগের কথা ডাক্তারকে খুলে বলুন।নিচের লক্ষণগুলো দেখা মাত্র রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে

ক্লান্তি, দুর্বলতা, শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা

বমি বমিভাব বা বমি হওয়া

পেটের তীব্র ব্যথা

তীব্র শ্বাসকষ্ট হাসপাতালে যাওয়ার সময় অবশ্যই রোগীর ডায়াবেটিস-সহ অন্যান্য রোগের কাগজপত্র মনে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন সি খাচ্ছেন! ফল জানেন তো?

করোনা থেকে বাঁচতে অনেকটাই ভরসা ইম্যুউনিটি পাওয়ার বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনার ভয়ে তাই বহু মানুষই দেদার ট্যাবলেট খাচ্ছেন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ভিটামিন সি খাওয়া ভাল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মুঠোমুঠো ভিটামিন সি বা বিনা প্রয়োজনেই ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়ার বিস্তর ক্ষতিকারক পার্শপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে।

বমি ভাব: ডাক্তাররা জানাচ্ছেন, অত্যধিক ভিটামিন সি খেলে ডায়ারিয়া হতে পারে। গা গুলিয়ে ওঠা, বমি ভাব দেখা দেয়। বেশি এরকম হলে, শরীরে জলের মাত্রা কমতে পারে। বুক জ্বালা: ভিটামিন সি-এর পার্শপ্রতিক্রিয়ায় রয়েছে বুক জ্বালাও। বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হতে পারে।

অ্যাসিডিটি বাড়ে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট পরিমিত খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট অনিদ্রার কারণ। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীর আনচান করতে থাকে। অস্বস্তি বোধ হতে পারে।

কতটা খাওয়া উচিত? ডাক্তাররা জানাচ্ছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

পেঁয়াজ সংরক্ষণ

দাম দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যেন বহুদিন টেকে সেজন্য রাখতে হবে শুষ্ক পরিবেশে।

আস্ত পেঁয়াজ আর খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলাদা। খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

শুষ্ক রাখতে হবে: পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রথম শর্ত হল এটা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। এতে পেঁয়াজ অনেকদিন সজীব এবং ভালো থাকবে।

ঝুড়িতে রাখা: প্লাস্টিকের ব্যাগ বা রেফ্রিজারেইটরে রাখার চেয়ে ঝুড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা ভালো। না হলে পেঁয়াজের সতেজ ভাব কমে যায় এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে রাখা হলে তার মানও খারাপ হয়ে যায়। ঝুড়িতে পেঁয়াজ রাখতে না পারলে জালের ব্যাগ বা বাঁশের তৈরি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁয়াজের আচার: পেঁয়াজ অনেকদিন ভালো রাখার আরেকটি উপায় হল তা আচার করে রেখে দেওয়া। একটা কাচের পাত্রে ভিনিগার, লবণ ও মসলা দিয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করুন। এটা খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি অনেকদিন ভালোও থাকবে।

রেফ্রিজারেটরে নয়: আস্ত, খোসা সহ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে তা ভুলেও রেফ্রিজারেইটরে রাখা যাবে না। কারণ এটা আর্দতা, গ্যাস, ময়েশ্চারাইজার ইত্যাদি শুষে নিয়ে দ্রুত পচন ধরে। তাই পেঁয়াজ অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করুন।

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ: এই ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি কার্যকর নয়। বরং পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বায়ুরোধী পাত্রে রেফ্রিজারেইটরে সংরক্ষণ করলে অনেকদিন ভালো থাকবে।

রান্না করা পেঁয়াজ সংরক্ষণ: খাবারের স্বাদ বাড়াতে পেঁয়াজের জুড়ি নেই। খাবার মজাদার করতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, ভেজে তা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। তবে ভাজা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে খেয়াল রাখবেন তাতে যেন কোনো রকম পানি জমাট বেঁধে না থাকে। আর্দতা পেঁয়াজের সতেজভাব ও উপকারিতা নষ্ট করে ফেলে।

লেইক চৌমুহনিতে জনসচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। ছবি ঃ নিজস্ব

মহামারীর জেরে বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনামূল্যে শিক্ষাদানে চালু হল ''দিদির পাঠশালা''

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : করোনা মহামারীর জেরে বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল কলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার ফলে কার্যত শিকেয় উঠেছে পড়াশুনা। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তাই রাজ্যে চালু হল ''দিদির পাঠশালা''। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হবে। প্রতি বিষয়ের জন্য থাকবেন আলাদা শিক্ষক।

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর শিলা দে-র নেতৃত্বেই চালু হল ''দিদির পাঠশালা'' প্রকল্প। করোনা মহামারীর জেরে বহু মানুষ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। সরকারি সাহায্যে খাদ্যের জোগান হলেও অসুবিধায় পড়ছেন ছাত্রছাত্রীরা। আর্থিক সংকটের জেরে গৃহশিক্ষক ছাড়াতে বাধ্য হয়েছেন অনেকেই। ফলে এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হবে। প্রত্যেক বিষয় বিশেষজ্ঞ আলাদা শিক্ষকরা আলাদাভাবে শিক্ষাদান করবেন ছাত্র-ছাত্রীদের।

বর্তমান আর্থিক সংকটের সময় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে এলাকার যুব ছাত্রদের সহযোগিতায় ''দিদির পাঠশালা'' কর্মসূচি চালু করলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার শিলা দে। এই প্রসঙ্গে শিলা দে বলেন, 'লকডাউনের জেরে অনেকেই আর্থিক সংকটে ভুগছেন। পেটের খাবার কোনওরকমে জোগাড় হলেও টাকার অভাবে অনেকেই ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক রাখতে পারছেন না। ফলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা। তাদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অশোকনগরের ওই ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলেই বিনামূল্যের এই পাঠশালা চালু হল। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা পড়াবেন।'

প্রাক্তন কাউন্সিলরের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। ইতিমধ্যে ''দিদির পাঠশালা''য় ৫০ জনের বেশি পড়ুয়া এসেছে। আগামীদিনে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী প্রাক্তন কাউন্সিলার। কেবল শিক্ষক-শিক্ষিকা দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা নয়, ছাত্রছাত্রীদের খাতা, পেন, পেন্সিলও দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রাক্তন কাউন্সিলারের এই উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এলাকার যুব ছাত্ররাও।

বিজেপি ওই কালচারে বিশ্বাস করে না কামারহাটি গুলিকাণ্ডে সাফ দাবি দিলীপের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.): হঠাৎই শনিবার রাতে কেঁপে ওঠে কামারহাটি বিধানসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভার মোড়। প্রকাশ্যে চলে গুলি। অভিযোগ তৃণমূল কর্মীদের ওপর গুলি চালানোর। গুলি চালানোর ঘটনায় বিজেপির দিকে আঙ্গুল তুলেছে তৃণমূল। অপরদিকে রবিবার তৃণমূলের সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ''বিজেপি ওই কালচারে বিশ্বাস করে না'' কামারহাটি কাণ্ডে সাফ মন্তব্য রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

কামারহাটির গুলি কান্ড প্রসঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ''গোলা-গুলি চলছে। পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এটাই টিএমসির কালচার। যারা এসব করে তাঁরাই পার্টিতে জেতাচ্ছে পয়সা দিচ্ছে। ইনকামের রাস্তা তো চাই। তাই নিয়েই গন্ডগোল। বিজেপি ওই কালচারে বিশ্বাস করে না। মদন মিত্রের ছেলেরাই গন্ডগোল করেছে। ভাগ-বাঁটোয়া নিয়ে সব জায়গায় গণ্ডগোল শুরু হয়েছে ''।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাত ১০ টা নাগাদ কামারহাটিতে গুলি কাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান মদন মিত্র। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মদন মিত্র অভিযোগ করেন, ''উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে বিজেপি শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের পার্টির মধ্যে কতগুলি দালাল তৈরি করছে বিজেপি। তাদেরক দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে। আমরা নাইট গার্ড দেব। পার্টির ঝান্ডা নিয়ে প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে আমরা পাহারা দেব। কার কার মস্তানি আছে, দেখতে চাই ''।

বাংলাদেশি নাগরিকরা সপ্তাহে ৩ দিন নিজদেশে যেতে পারবেন

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৪ জুলাই।। সীমান্তবর্তী এলাকায় করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকরা অনুমোদিত স্থলবন্দর দিয়ে সপ্তাহে তিনদিন বাংলাদেশে যেতে পারবেন। গত ১ জুলাই থেকে এ আদেশ কার্যকর ধরে আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

রোববার দুপুরে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত করোনা বিষয়ক বুলেটিনে অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর ও মুখপাত্র অধ্যাপক ডা. নাজমুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বহু সংখ্যক নাগরিক চিকিৎসা অথবা অন্যান্য কারণে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে থাকেন। ভারতে ভ্রমণকারীদের মধ্যে অনেকেই স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তারা সরকারের যে সব নিয়মকানুন আছে, সেগুলোও প্রতিপালন করেন।

নাজমুল ইসলাম বলেন, কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশন থেকে গত ২৯ জুন এক সিদ্ধান্তে জানানো হয়েছে, ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকরা অনুমোদিত স্থলবন্দরগুলো দিয়ে (বেনাপোল, আখাউড়া, হিলি, সোনামসজিদ, দর্শনা ও বুড়িমারী সীমান্ত) সপ্তাহে তিন দিন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবে। সেই তিন দিন হচ্ছে-রোববার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ১ থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে বলেও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মুখপাত্র।

তিনি জানান, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং রেলস্টেশন দিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় তিন হাজার ৯৯৭ জন যাত্রী বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে। তাদের প্রত্যেককেই আমরা স্ক্রিনিং করেছি। গত বছর থেকে এ পর্যন্ত ৬৭ হাজার ৬৮৭ জন যাত্রী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : আজ স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবস। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, 'সামাজিক সাম্যতা এবং ভারতীয় নীতিতে ন্যায়বিচার সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার জন্য চিরকাল তাঁর প্রতি প্রতি ঋণী থাকব। তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি আজও আমাদের পথপ্রদর্শক।'

তাঁর স্বল্প জীবনকালে হিন্দুত্ববাদকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন তিনি। যুব সমাজের পথ প্রদর্শক স্বামীজী। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার সিমলা পাড়ার এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৪০ বছর বয়সে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই মৃত্যু হয় তাঁর।

হিন্দু ধর্মের প্রচারক হলেও সাম্প্রদায়িকতা ও গোড়ামির বিরুদ্ধে ছিলেন স্বামীজী। তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি মূলে ছিল জীব প্রেম। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দার্শনিক বিচারে আলোকিত ও প্রজ্ঞাময়। স্বামী বিবেকানন্দের অনুভূতিতে হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এমন কথা কোনওদিন বলেননি। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ধর্মভেদের বিরোধিতাই করে গেছেন।

তৃণমূলের পর এবার পুণর্গণনা চেয়ে আদালতে বিজেপির আট প্রার্থী, আগামীকাল শুনানির সম্ভবনা

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : নন্দীগ্রামে পুণর্গণনা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার পরেই বনগাঁ দক্ষিণ, গোঘাট সহ মোট পাঁচ কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীরা ফের গণনা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছেন। এবার বিজেপিও একই আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা শুরু করল। শনিবার মানিকতলার পরাজিত বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে, জলপাইগুড়ির সৌজিত সিংহ সহ মোট আট জন মামলা দায়ের করেছেন।

আগামীকাল সোমবার এই মামলাগুলির একসঙ্গে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছেন। কল্যাণ চৌবে বলেন, ''সবাই দেখেছেন ভোটের দিন আমার উপর কী ভাবে হামলা হয়েছিল। তারপর গণনা কেন্দ্রেও বাইরের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। বিজেপি এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমি আদালতের কাছে আবেদন করেছি ফের গণনার জন্য।'' জলপাইগুড়িতে ৯৪১ ভোটে পরাজিত সৌজিত সিংহ বলেন, ''আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে একজন অফিসারের গাড়িতে তিনটি ইভিএম ছিল। কী হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। গোটা জলপাইগুড়ি জানত বিজেপি জিতছে। কিন্তু হিসেব উল্টে দেওয়া হয়েছে।'' বিজেপি এমনিতেই পরিকল্পনা করেছিল তারা আদালতে যাবে। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, নন্দীগ্রাম এবং পরে আরও পাঁচ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের পিটিশন যখন গ্রহণ করেছে আদালত তখন তাদেরটাও ফেরাবে না। একে একে আদালতে যাওয়া শুরু করে দিলেন গেরুয়া প্রার্থীরা।

অবশেষে পুলিশের জালে পলাতক ঘাতক বাসচালক

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : অবশেষে ধৃত রেড রোড দুর্ঘটনায় ঘাতক বাসের চালক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ১১টা নাগাদ কামারহাটি অঞ্চল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে রবিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হবে। সেদিন কীভাবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল জেরার মুখে পুলিশকে তা জানিয়েছেন অভিযুক্ত বাসচালক। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসটির ব্রেকে সমস্যা ছিল বলে জানিয়েছেন চালক সৈয়দ ইবরার হোসেন। কোনওভাবেই ব্রেক ধরছিল না মিনিবাসটির। এমন পরিস্থিতিতে বাসের সামনে আসা এক বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনা ঘটান। শনিবারই তাঁর বিরুদ্ধে অনিচ্ছকৃত খুনের মামলা দায়ের করেছিল কলকাতা পুলিশ। রাতে তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়। রবিবার আদালতে তুলে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে চাইতে পারে পুলিশ। করোনা পরিস্থিতির জেরে রাজ্যে দীর্ঘদিন বাস চলাচল বন্ধ থাকার পর গত ১ জুলাই থেকে ফের বাসের চাকা গড়ায়। সেদিনই রেড রোডে এক পুলিশ কর্মীকে পিষে দেয় হাওড়াগামী মিনিবাসটি। সেই থেকে পলাতক ছিলেন বাসচালক। অবশেষে শনিবার রাতে তাঁর হদিশ মিলল। পুলিশ জানিয়েছে, মিনিবাসের চালক জানত, অতিরিক্ত গতিতে বেপরোয়াভাবে বাস চালালে কারও মৃত্যু হতে পারে। তাই তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪(২) ধারায় অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে।

বৃষ্টির সম্ভবনা দক্ষিণবঙ্গে, ভিজবে কলকাতাও

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.) : রবিবার সকালে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিন স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতাও। তবে বজ্রপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

এদিন সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন শহরের আকাশ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩২ ডিগ্রির কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে উষ্ণতার পারদ বেশ খানিকটা চড়েছিল। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারনে, অস্বস্তি বাড়ছিল ক্রমাগত। তবে শনিবার থেকে সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছিল। তবে অবশেষে বৃষ্টির খবর মেলায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১ ডিগ্রি বেশি। বৃষ্টিপাত হয়নি। তবে বাতাসে আদ্রতার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৫ ও ৪০ শতাংশ।

আলিপুর জানিয়েছে, আগামী ৫ জুলাই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৩ ডিগ্রির কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২৬ ডিগ্রি। আগামী ৬ এবং ৭ জুলাই আরও এক ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৪ এবং ২৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। তবে ৮ জুলাই ফের এক ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা। ওইদিন শহরের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা যথাক্রমে ৩৩ ও ২৬ ডিগ্রি। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থাৎ ৯ এবং ১০ জুলাই ফের এক ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা। জানা গিয়েছে, ওইদিন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪ ও ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার কথা। সপ্তাহজুড়েই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতায়। পাশাপাশি রয়েছে বজ্রপাতের অশনি সংকেত।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার সদরের মহকুমা শাসক পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। ছবি নিজস্ব।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে এক ইঞ্চি জমি দখল করতে দেবে না অসম, হুংকার বনমন্ত্রী পরিমলের

লখিমপুর (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : প্রতিবশী রাজ্য মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়কে এক ইঞ্চি অসমের বনভূমি দখল করতে দেওয়া হবে না। হুংকার দিয়ে বলেছেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। গত তিনদিন ধরে মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য অসমের অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী এলাকা সফর করছেন। এই সফরসূচি নিয়ে মন্ত্রী পরিমল এসেছেন লখিমপুরে।

আজ রবিবার এখানে লখিমপুর জেলাশাসকের সভাকক্ষে তিন বিভাগের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন বন ও পরিবেশ, মৎস্য এবং আবগারি দফতরের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, অসমের কোনও বনভূমি প্রতিবেশী রাজ্যকে জবরদখল করতে দেওয়া হবে না। যে সব এলাকায় প্রতিবেশী রাজ্যের দুষ্কৃতীরা জবরদখল করেছে, তাদের উচ্ছেদ করা হবে। বলেন, ফরেস্ট রেগুল্যাশন আইনের অধীনে যাদের ভূমির অধিকার রয়েছে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের উচ্ছেদ করতে ইতিমধ্যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মিজোরামের সীমান্তবর্তী অসমের হাইলাকান্দি, কাছাড় এবং করিমগঞ্জের এক ইঞ্চি জমি ছাড়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জিজ্ঞাসায় মন্ত্রী বলেন, ২,৪৩৬ হেক্টর অসমের বনভূমি দখল করেছেন অরুণাচল প্রদেশ এবং স্থানীয় মানুষ ৪,৪৪০ হেক্টর এলাকা। ইতিমধ্যে ২৩ হেক্টর বনভূমিকে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে উদ্ধার করা হয়েছে।

মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য জানান, সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে পোভা রিজার্ভ ফরেস্টে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে বিভাগীয় অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেন, পোভা রেঞ্জের অধীন পাঁচটি রিজার্ভ ফরেস্টের ৩১,০৯৬.৫৫ হেক্টর ভূমি বেদখলকারীদের কবলে চলে গেছে। মন্ত্রী আরও জানান, এফআরএ-র আওতায় বনভূমিতে বন্দোবস্তের জন্য ৩,৩৯০টি আবেদন তাঁরা পেয়েছেন। এর মধ্যে ২,৭৪৩টি আবেদন বাতিল করার পশাপাশি ৬৪৭টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে। পর্যালোচনাধীন আবেদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে বিভাগীয় আধিকারিকদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, জানান মন্ত্রী।

আজকের বৈঠকে বন মহোৎসব সপ্তাহে ক্যাম্পা-র অধীনে বিপুল সংখ্যায় গাছের চারা রোপণ করতে বনকর্তাদের বলেছেন বলে জানান মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য। বলেন, নার্সারিগুলিতে ১ লক্ষ চারা মজুত আছে। ২৫ হেক্টর ক্যাম্পা-র আওতায় এনে পদুমণিতে ইতিমধ্যে দেড় লক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে। জেলাশাসক সুমিত সত্তাওয়ানকে গ্রিন লখিমপুর গড়ার লক্ষ্যে গাছগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ডিএমএফটি তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করতে অনুরোধ জানান মন্ত্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটিন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনায় মানুষ রোজগারহীন, পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাত্রছাত্রীদের ফিজ মকুবের দাবি এআইডিএসও-ব

গুয়াহাটি (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মক ব্যাহত হয়েছে। আজ প্রায় দু-বছর ধরে শৈক্ষিক পরিবেশ সম্পূর্ণ স্তব্ধ। সাধারণ মানুষ কর্মসংস্থানহীন হওয়ায় তাঁদের আয় অতি সীমিত হয়ে পড়েছে। যার ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের ফিজ প্রদান করা অসম্ভৱ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আগামী রাজ্য বিধানসভার বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি প্রজ্জ্বল দেব ও রাজ্য সম্পাদক হেমন্ত পেগু একটি স্মারকপত্র রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে প্রদান করেছেন।

স্মারকপত্রে দাবি জানানো হয়েছে, কোভিডের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবম শ্রেণি থেকে স্নাতকত্তোর স্তর পর্যন্ত সব ধরনের ভরতি ফিজ সহ পরীক্ষা ফিজ নিঃশর্তে সম্পূর্ণ মকুব করতে হবে। ম্যাট্রিক ও হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা ফিজ ফিরিয়ে দিতে হবে। সরকরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে ব্যক্তিগত খণ্ডে বিএড, ডিএলএড ও আইন কলেজে পড়াশুনা করা ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব করারও দাবি জানানো হয়েছে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করা ও বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে উপার্জনহীন হওয়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের ফি প্রয়োজন সাপেক্ষে সরকারি কোষাগার থেকে প্রদান করে হলেও মকুবের ব্যবস্থা করতে হবে।বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল মাশুল অন্তত আগামী দু'বছরের জন্য সম্পূর্ণ মকুব করতে হবে এবং বেসরকারি হস্টেল ও পিজি-র ছাত্রছাত্রীদের ব্যয়ভার বহন করার মতো আর্থিক অনুদান প্রদান করতে হবে।

সংগঠনের পল্লব পেগু জানান, ১৮ বছরের কম বয়সিদের টিকা প্রদানের অনুমোদন পত্র আসার পর দ্রুত বিনামূল্যে টিকাকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোভিড বিধি মেনে পাঠদান আরম্ভ করতে হবে।

ড্রোন নিষিদ্ধ করল শ্রীনগর প্রশাসন

শ্রীনগর, ৪ জুলাই (হি. স.): পরপর হামলার ঘটনায় ড্রোন নিষিদ্ধ করল শ্রীনগর প্রশাসন। রবিবার থেকে ওই এলাকায় যে কোনও প্রকার ড্রোন ওড়ানোর ক্ষেত্রেই জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। শুধু তাই নয়, ড্রোন কেনা-বেচাও করা যাবে না।

জম্মুতে বায়ুসেনার বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলার এক সপ্তাহের মধ্যেই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল শ্রীনগর প্রশাসন। এলাকায় ড্রোন নিষিদ্ধ করল শ্রীনগর প্রশাসন।এর ফলে ড্রোন ওড়ানো বা কেনা-বেচা কোনটাই করা যাবে না। ইতিমধ্যে যাঁদের কাছে ড্রোন কেনা রয়েছে, তাঁদেরও সেই ড্রোনগুলি নিকটবর্তী থানায় জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এই পুরো সিদ্ধান্তগুলিই নেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার কারণে। সরকারি বিবৃতিতে এমনটাই জানানো হয়েছে শ্রীনগর প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য, ২৭ জুন রাতে মিনিট তিনেকের ব্যবধানে জোড়া বিস্ফোরণ হয় জম্মুর এয়ারফোর্স স্টেশনে। বড়সড় ক্ষতি না হলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সামনে চলে আসে জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলার নতুন ছক। এতদিন যে ড্রোনে সীমান্তে পেরিয়ে অস্ত্র পাচার করত জঙ্গিরা। এবার সেই ড্রোনের মাধ্যমে বিস্ফোরক পাঠিয়ে হামলার চেষ্টা চালাচ্ছে জেহাদিরা। বিস্ফোরণের পর থেকে সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় বেড়েছে ড্রোনের আনাগোনা। কখনও সেনা তৎপরতায় পালিয়েছে আনম্যানড ভেহিক্যালসগুলি। আবার কখনও নজরদারি এড়িয়ে চলে গিয়েছে। সপ্তাহভর চর্চার শীর্ষে থেকেছে ড্রোনের গতিবিধি। এমন অবস্থায় শনিবার রাতেও ফের দেখা মিলেছে ড্রোনের। তারপরই বিজ্ঞপ্তি জারি করে ড্রোন ওড়ানোর উপর জারি হল নিষেধাজ্ঞা।

মহারাণীতে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জুলাই।। উদয়পুর মহারানিস্থিত ১৬৪নং বি এস এফ, গোমতি জেলা বন দপ্তরের সহযোগিতায় বৃক্ষ রোপণ কর্ম সূচী অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর মহারানি এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন এবং বৃক্ষ রোপণ করেন ১৬৪নং বি এস এফের কমান্ডেন্ট দীনেশ পাল সিং, মহকুমা বন আধিকারিক (এস ডি এফ ও) এবং বি এস এফের অমিত দত্ত। অনুষ্ঠানে অনেক মূল্যবান বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

সন্তান জন্ম দিলেন করোনা আক্রান্ত প্রসূতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই।। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুস্থ সন্তান প্রসব করল করোনা আক্রান্ত এক মা। ঘটনা রবিবার পড়ন্ত বিকেলে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য মা ও শিশুকে আগরতলার জি.বি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবরে জানা যায়,ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল থেকে করোনা আক্রান্ত সন্তান সম্ভবা এক মা কে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ১০২- এর এম্বুলেন্সে করে আগরতলায় নিয়ে যাবার সময় এম্বুলেন্সে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী প্রসেনজিৎ শুক্লবৈদ্য এবং অ্যাম্বুলেন্স চালক সঞ্জীত দেববর্মার নজরে আসে যে ঐ সন্তান সম্ভবা মা-এর শারীরিক অবস্থা অবনতি হচ্ছে।এম্বুলেন্সে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী চেষ্টা করেন সাধ্যমত পরিষেবা দিতে। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিষেবা দিতে হাসপাতাল তড়িঘড়ি নেওয়া প্রয়োজন দেখে এম্বুলেন্স তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।হাসপাতালে তখন কর্মরত ছিলেন তেলিয়ামুড়া ই সন্তান চিকিৎসক প্রণয় দাস। তড়িঘড়ি পি.পি.ই- কিট পরে চিকিৎসক ও দুই জন স্বাস্থ্য কর্মী মিলে সন্তানসম্ভবা ঐ মা কে সন্তান প্রসব করান। সেই মা ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। দুজনেই সুস্থ রয়েছে।এতে খুশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ সকলে।

যদিও পরবর্তীতে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য মা ও শিশুকে আগরতলায় পাঠানো হয়। এম্বুলেন্সে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী ও হাসপাতালের চিকিৎসক নার্সদের এই ভূমিকা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে।

সদাহাস্য থাকা হাসপাতালের চিকিৎসক প্রণয় দাস জানান,,, মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের কাজ। মা শিশু দুজনেই সুস্থ রয়েছেন। যদিও উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের আগরতলার জি.বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এর জন্য তিনি এম্বুলেন্সের কর্মী, হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে এর পূর্বে এরকম করণা আক্রান্ত মাকে ডেলিভারি করে সুনাম অর্জন করেছিলেন তেলিয়ামুড়ার ই আরেক চিকিৎসক। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দের এই মানবিক মুখে খুশি সকলে।

দাবী পূরণ হওয়ায় শনিপূজা এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ জুলাই।। দীর্ঘদিনের দাবী পূরন হোওয়ায় শনিপূজা করলো এলাকাবাসী। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিন জোলাইবাড়ী বাগান টিলা এলাকায় বিগত বাম আমলে লোকজনেরা রাস্তার জন্য বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হয়েছিলো। বিগতদিনে বাম নেতৃত্বদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে রাজ্যে পালাবদলের পর এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী পূরন হলো। এলাকাবাসীর সুবিধার্থে নির্মান করাহলো রাস্তা। এই রাস্তা নির্মান হোওয়াতে এলাকাবাসী আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে শনিবার রাত্রিবেলায় সকলে একত্রিত হয়ে শনিপূজার আয়োজন করলো। এই আনন্দের মুহুর্তে সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিজেদের পতিক্রিয়া তুলে ধরলো এলাকাবাসী। এলাকার লোকজনেরা রাস্তা নির্মান হোওয়াতে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিপ্রামথা সুপ্রিমোর জন্মদিন পালিত চেলিখলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুলাই।। ত্রিপরা মথার সুপ্রিমো তথা মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এর ৪৩ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় বিশালগড়স্থিত চেলিখলা এলাকায়। বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ত্রিপরা মথার রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। রবিবার আমতলী গোলাঘাটি এডিসি ভিলেজ এর অন্তর্গত চেলিখলা গ্রাম পঞ্চায়েত মাঠ প্রাঙ্গণে, জন্মদিন খুবই ধুমধামের সাথে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় ঐদিন। এর সাথে অনুষ্ঠিত হয় যোগদান শিবির। একগুচ্ছ মান অভিমান নিয়ে অন্য দল ছেড়ে যোগ দেন নতুন রাজনৈতিক দল তথা ত্রিপরা মথা দলে। বর্তমান শাসক দলের স্থানীয় বুথ সভাপতি ও আটজন পৃষ্ঠা প্রমুখ সদস্যদের নেতৃত্বে ৬০ পরিবারের আড়াইশো ভোটার যোগ দেন সভায়। নবাগত সদস্যদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন বিশ্রামগঞ্জ সাবজোনাল চেয়ারম্যান সুরন দেববর্মণ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমবিসি উমাশংকর দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন সাব জোনাল সদস্য মনোরঞ্জন দেববর্মা সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। উপজাতি নৃত্য, গান দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। পরবর্তীতে কেক কেটে প্রত্যেকে খুবই আনন্দ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করে দলের সুপ্রিমো তথা মহারাজের জন্মদিন।

উদয়পুরেও বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জুলাই।। আজ যুব আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের ১১৯ তম প্রয়ান দিবস। এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে স্বামীজির আদর্শকে যুব সমাজে তুলে ধরার প্রয়াস জারি রাখেন ৩১ আর কে পুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২০ নং বুথের বি জে পির যুবা কর্মীরা।শ্রদ্ধা জানালেন ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর , পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। এদিন বিজেপি ৩১ রাধাকিশোরপুর মন্ডলের ২০ নম্বর বুথের উদ্যোগে উদয়পুর জগন্নাথ দিঘীর উত্তরা পশ্চিম কোণে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন,ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। শ্রদ্ধানলী জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মহারাজগঞ্জ

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। চন্দ্রপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন প্রায় ১০ বছর ধরে এই ভবঘুরে বাজার এলাকাতেই থাকতো। উল্লেখ্য লকডাউন চলাকালে বিভিন্ন রাস্তাঘাটে ভবঘুরে রয়েছে তাদের খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে একদিকে রোগগ্রস্ত অন্যদিকে খাদ্যাভাবের কারনেই ভবঘুরেদের মৃত্যু হচ্ছে।

দলনেতার

● প্রথম পাতার পর

করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। সকলে এগিয়ে আসলে তারা যে রক্তের কোন ঘাটতি থাকবে না বলে তিনি মনে করেন। বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার বলেন রক্তদান পবিত্র কাজ। রক্তদানের অনুভূতিটাই অন্যরকম। প্রত্যেককেই রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

বৃদ্ধি পেয়েছে। ভয়ঙ্কর নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যুবসমাজকে ভয়ংকর নেশার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের পাশাপাশি সমাজ সচেতন মানুষজনকে এগিয়ে আসা জরুরি।

তেলিয়ামুড়ায় সরকারি উদ্যোগে ধান ক্রয় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই।। যারা মাঠে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, যাতে আশপাশের মানুষেরা খেতে পারে। তারাই সরকারের কাছে ধান বিক্রি করতে এসে হরিয়ানি আর খিদের জ্বালায় দিনভর থাকতে হচ্ছে। এমন এক অদ্ভুত হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল তেলিয়ামুড়া কৃষি নিয়ন্ত্রণ বাজাজ শেড ঘরে। রাজ্য সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এ উদ্যোগে গোটা রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি ভাবে তাদের উৎপাদিত ধান ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্র তেলিয়ামুড়া তো করা হয়েছে। যাতে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কৃষকরা অতি সহজেই সরকারের কাছে ধান বিক্রি করতে পারে। ৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত এই ধান ক্রয় প্রক্রিয়া জারি থাকবে। গতকাল থেকেই খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে রাজ্য সরকারের খাদ্য, জন-সম্ভরন ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি দফতরের সহযোগিতায় জেলার কৃষকদের কাছ থেকে স্ব সহায়ক মূল্যে খারিফ মরশুমে রবি ফসল ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা থেকে রাজ্য সরকার ৮০০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করবে। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কৃষকরা সকাল থেকে ধান নিয়ে তেলিয়ামুড়া সবজি বাজারে তেলিয়ামুড়া কৃষি নিয়ন্ত্রণ বাজার শেষ ঘরে অস্থায়ী ধান বিক্রয় কেন্দ্রে করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা রাজ্য সরকারের নিকট ধান বিক্রি করার জন্য সকাল পাঁচটা থেকেই ধান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিক্রির উদ্দেশ্যে। এদিকে কৃষকরা জানান, রাজ্য সরকার খোলাবাজার থেকে বেশি মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা তারা উপকৃত হয়েছেন। রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কেজি ১৮.৬৮ টাকা মূল্যে ধান ক্রয় করার জন্য প্রত্যেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তবে কৃষকদের মধ্যে থেকে অভিযোগ তুলেছেন সকাল পাঁচটা থেকে ধান বিক্রির জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। সকালের পর দুপুর দুপুরের পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ও ধান বিক্রি করতে পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ কৃষকদের। কৃষকদের আরো অভিযোগ ধান মাপার কাটা কম থাকার কারণে সময় মতন কৃষকরা ধান বিক্রি করে বাড়ি যেতে পারছেন না। কৃষকদের অভিযোগ দফতর থেকে কোন নিয়ম নীতি অবলম্বন না করাতে কৃষকদের ধান বিক্রি করতে দেরি হচ্ছে। এদিকে কৃষকদের অভিযোগ খারিজ করে দেন দপ্তরের দায়িত্বে থাকা করমী। তিনি বলেন নিয়ম অনুসারে ধান ক্রয় করা হচ্ছে কৃষকদের মধ্য থেকে। তবে এ কথা অস্বীকার করেন দুইটি কাটা ধান মাপার জন্য। একটি কল্যাণপুর এর কৃষকদের জন্য আরেকটি তেলিয়ামুড়া কৃষকদের জন্য।

খোয়াইতে তিপ্রামথা দলের মহিলা সংগঠনের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ জুলাই।। খোয়াইতে তিপ্রামথা দলের মহিলা সংগঠনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। তিপ্রা মহিলা ফেডারেশনের উদ্যোগে খোয়াইর আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সাংগঠনিক বৈঠক। খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বাচাইবাড়ি কমিউনিটি হলে তিপ্রামথা দলের শাখা সংগঠন তিপ্রা মহিলা ফেডারেশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আশারামবাড়ি হালাহালি কেন্দ্রের ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এম ডি সি অনন্ত দেববর্মা। তাছাড়া তিপ্রা মহিলা ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মনিহার দেববর্মা, তিপ্রা যুব সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকারি সম্পাদক প্রস্মিক দেববর্মা, তিপ্রামতার রাজনগর জোনাল চেয়ারম্যান বিশু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এ দিনের বৈঠকে আশারামবাড়ি বিধানসভা এলাকার সমস্ত মহিলা কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।সাংগঠনিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় তিপ্রা মহিলা ফেডারেশন আশারামবাড়ি বিধানসভা এলাকায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তুলাশিখর জোনাল কমিটি গঠন করা হবে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই।

বনদস্যুরা

● প্রথম পাতার পর

দল। পর্বতী সময়ে দুপুর নাগাদ বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার পুরাথল স্কুলের সামনে থেকে আটক করছে গাড়িটি। সঙ্গে কিছু লগ। সব মিলেয়ে ৫ লক্ষাধিক টাকার মালামাল হবে জানায়িছেন বক্সনগর রেঞ্জ অফিসার বুলবুল দাস। তবে গাড়ির চালক পলাতক। কে মালিক তা জানা যায়নি। এধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন বক্সনগর ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিট এর ইনচার্জ চিন্ময় মালাকার।

প্রতিনিধি দল

● প্রথম পাতার পর

করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কেন মৃত্যু বা সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না তা নিয়ে খোঁজ খবর করতে শুরু করবে বলে খবর। জিবি হাসপাতালে গিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলবেন। কোভিড মোকাবিলায় যে এক্সপার্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটির সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে। ধলাই, ঊনকোটি ও গোমতী জেলায় যাবার কথা রয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং অক্সিজেনের কি ব্যবস্থা, সবটাই তারা খতিয়ে দেখবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য জাপান এবং ইউএনডিপি প্রদত্ত সহায়তার কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

৯৫৫ জনের

● প্রথম পাতার পর

মোট কোভিড সংক্রমণের হার কমে হয়েছে ৭.৩০ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের হার অবশ্য সামান্য বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিড সংক্রমণের হার ২.৩৪ শতাংশ।

আক্রান্তের তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সুস্থতার সংখ্যা বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫২ হাজার ২৯৯ জন। এখনও পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৮ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে। এই মুহূর্তে দেশে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৫০। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে মোট ১৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৯০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪১ কোটি ৮২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫৩ জনের। অন্য দিকে এক দিনে দেশে ৬৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৪৯ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৩৫ কোটি ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৩০৬ জন টিকা পেয়েছেন দেশে।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

সংবাদের ভিত্তিতে আটক যুবক সম্পর্কে বলতে গিয়েবাসি বলেন এই যুবক ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়াদের নিকট এই বিলেতি মদ বিক্রি করে যুব সমাজকে নেশা গ্রস্ত করে তুলছে। অরুণাচল সংঘ ও তার আশপাশের এলাকাবাসী অন্যান্য নেশা বিক্রেতাদের আটক করে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে নেশা মুক্ত সুস্থ্য সমাজ গঠনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

অপরদিকে আজ সকালে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদয়পুরের ব্যস্ততম জামতলা এলাকায় একটি অটো রিক্সা থেকে গঙ্গা ছড়া গর্জিগামী এই অটো রিক্সাটি উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড স্থিত একটি মদের কাউন্টার থেকে বিলেতি মদ বোঝাই করে নিউ টাউন রোড ধরে আর কে পুর থানার সামনে দিয়ে জামতলা এলাকায় যাওয়ার পথে গোপন সংবাদের ভীত্তিতে এই বিলেতি মদ গুলো আটক করা হয়। একই দিনে আর কে পুর থানার এই মদ বিরোধী অভিযান সার্থক হওয়ায় উদয়পুরবাসী আর কে পুর থানার পুলিশ কর্মীদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। আটক দুই জন আর কে পুর থানার লকআপে থাকার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

খেলাধুলা

প্রথম ফাইনালের ছবি আঁকছে ইংল্যান্ড

কত দীর্ঘ ফুটবল ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, কত কত গ্রেট ফুটবলারের পদচারণা। অথচ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে কখনোই ফাইনালের মঞ্চে পা রাখতে পারেনি ইংল্যান্ড। এবার সুবর্ণ সুযোগ। ঘরের মাঠে ফাইনাল মাত্র এক ম্যাচের দূরত্বে। সেমি-ফাইনালে ওঠার পর ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট স্বপ্ন দেখছেন সেই ইতিহাস গড়ার।কোয়ার্টার-ফাইনালে ইউক্রেনকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে শনিবার শেষ চার নিশ্চিত করেছে সাউথগেটের ইংল্যান্ড।সময়ের সঙ্গে যেন বাড়ছে ইংলিশদের ধার। গ্রুপ পর্বে সেরা হলেও তিন ম্যাচে তারা গোল করতে পেরেছিল মোটে দুটি। পরে শেষ ষোলোয় জার্মানির জালে দুই গোল দেওয়ার পর এবার এক ম্যাচেই চার গোল।গোটা আসরে এখনও নিজেদের জালে বল ঢুকতে দেয়নি তারা একবারও। তাতে প্রথম দল হিসেবে গড়েছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম পাঁচ ম্যাচে জাল অক্ষত রাখার কীর্তি।এবারের আগে ১৯৬৮ ও ১৯৯৬ আসরে সেমি-ফাইনালে উঠেও ফাইনালে খেলা হয়নি ইংল্যান্ডের। এবার আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার আশায় কোচ সাউথগেট।"এখনও অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। আজকের ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই পরের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি আমি।""আমাদের সামনে এখন এটিই লক্ষ্য। কখনও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে পারিনি আমরা। এবার আমাদের জন্য আরেকটি সুযোগ ইতিহাস গড়ার।"শুধু ফর্ম ও ছন্দের কারণেই নয়, ইংল্যান্ডের জন্য বড় সুযোগ ভেন্যুর কারণেও। এবারের আসরের দুটি সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল ওয়েম্বলিতে। গ্যালারির দর্শক থাকবে ইংল্যান্ড দলের জ্বালানি হয়ে।তবে তাদের সেমি-ফাইনালের প্রতিপক্ষ ডেনমার্কও বেশ উজ্জীবিত ফুটবল খেলছে। আসরের প্রথম ম্যাচে ক্রিস্তিয়ান এরিকসেন অসুস্থ হয়ে মাঠ ছাড়ার পর দুটি ম্যাচ হেরে যায় তারা। পরে সেই হতাশাকেই শক্তিতে রূপ দিয়ে দারুণ পারফরম্যান্সে এগিয়ে যায় একের পর এক বাধা টপকে।ডেনিসদের শক্তি ও আবেগের প্রতি সম্মান জানাচ্ছেন সাউথগেটও। তবে নিজেদের দলীয় একতা আর অভিজ্ঞতায় এই বৈতরণি পার হওয়ার আশা তার।"আমরা সেমি-ফাইনালে আসতে পেরেছি স্পিরিটের কারণে। অবশ্যই আমাদের খেলার মানও গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক দলকেই দেখেছি, এই ছেলেদের মতো স্পিরিট নেই দেখে ছিটকে পড়ে ছে।""আমরা জানি, ডেনমার্ক কতটা ভালো দল এবং এই টুর্নামেন্টে তারা তা দেখিয়েছে। ক্রিস্তিয়ানের সঙ্গে যা হয়েছে, সেটির আবেগের ঢেউয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। এই ম্যাচের অংশ হতে পারা হবে দারুণ। ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে এরকম ম্যাচের অভিজ্ঞতা ওদের চেয়ে আমাদের বেশি। এই ম্যাচে তা কাজে লাগাতে হবে।"

আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের অধিকারী মিতালি রাজ-র

লন্ডন, ৪ জুলাই (হি.স.) : একটি ঝকঝকে সুন্দর ইনিংসে খেলার পাশাপাশি দল ও নিজে অভিনব এক কীর্তি গড়লেন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ। ৮৬ বলে অপরাজিত ৭৫ রানের ইনিংস উপহার দিয়ে তিনি শুধু দলকে জেতালেনই না, তারই সঙ্গে মহিলা ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের অধিকারীর রেকর্ডও গড়ে ফেললেন তিনি। মহিলাদের তিন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক শার্লট এডওয়ার্ডসের ১০,২৭৩ রানকে পিছনে ফেলে মিতালি রাজের মোট রান দাঁড়াল ১০,২৭৭ (টেস্টে ৬৬৯, একদিনের ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত ৭২৪৪ এবং টি-২০ ক্রিকেটে ২৩৬৪)। তিনিই এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের অধিকারী। শনিবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে ঘাড়ের চোট সারিয়ে ফেরা মিতালি

খেললেন অধিনায়কোচিত ইনিংস। ইংল্যান্ডের ২১৯ রান তাড়া করতে নেমে ভারত তোলে ৬ উইকেটে ২২০ রান।

২১৯ রান তাড়া করতে নেমে ভারতের শুরুটা ভালই করেন স্মৃতি মন্ধানা এবং শেফালি বর্মা। ২৯ বলে ১৯ রান করে শেফালি ফিরে গেলেও স্মৃতি উপহার দেন ৫৭ বলে ৪৯ রানের ইনিংস। তিনি মারেন আটটি চার। ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৪৬ রান। তার পরেই শুরু হয়ে যায় মিতালির শাসন। প্রথমে হরমনপ্রীত কৌরের (১৬) সঙ্গে ৭৫ বলে ৫০, দীপ্তি শর্মার (১৮) সঙ্গে জুটি বেঁধে মূল্যবান ৩৩ রান এবং পরে স্নেহ রানার (২৪) সঙ্গেও ৫০ রানের জুটি গড়েন অধিনায়ক। তারই সঙ্গে চলতি সফরে ভারতীয় দলকে প্রথম জয়ও এনে দিলেন মিতালি।

চলতি উইম্বলডনে জকোভিচই ফেভারিট, জানিয়ে দিলেন ফেডেরার

লন্ডন: কিছুদিন আগেই কেরিয়ারের ১৯ তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। চলতি বছরে অস্ট্রেলিয়া ওপেনের পর ফরাসি ওপেনেও জিতেছেন নোভাক জকোভিচ। রাফায়েল নাদালের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে অবলীলায় থাবা বসিয়েছেন। আসন্ন উইম্বলডনেও সার্বিয়ান তারকাকেই ফেভারিট মানছেন টেনিস বিশেষজ্ঞরা। সুইস টেনিস সম্রাট রজার ফেডেরারও মনে করেন ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জোকার। শনিবারই উইম্বলডনে শেষ ষোলোয় উঠেছেন রজার।টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই নিয়ে ১৮ বার চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন ফেডেক্স। ম্যাচের পর এক সাক্ষাতকারে জকোভিচকে নিয়ে তিনি বলেন, "চলতি বছরে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে জকোভিচ। ওকে দেখে সত্যিই ভীষণ ভালো লাগছে।" তিনি আরও বলেন, "জকোভিচ এবারের উইম্বলডনে ভীষণভাবে ফেভারিট। ও জানে কীভাবে ম্যাচে জয় ছিনিয়ে আনতে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় দুর্দান্ত খেলেছে। প্যারিসেও সেরা ছন্দে ছিল। দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্স ছিল ওর।"ফরাসি ওপেনের মাঝপথেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ফেডেরার। অন্যদিকে সেমিফাইনালে রাফায়েল নাদালকে হারিয়েই বড় চমক দেন জকোভিচ। লাল সুড়কির কোর্টে বরাবরই হট ফেভারিট মানা হয় নাদালকে। ১৩ বার ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নাদাল। কিন্তু এবার প্রায় ৪ ঘণ্টা ১১ মিনিটের লড়াই শেষে ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে নাদালকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন সার্বিয়ান তারকা। এরপর ফাইনালে গ্রিসের তরুণ তারকা সিতসিপাসকে হারিয়ে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ফরাসি ওপেন খেতাব ঝুলিতে পুড়ে নেন বিশ্বের ১ নম্বর টেনিস সুপারস্টার।চলতি বছরে উইম্বলডন জিতলেই মোট ২০টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক হয়ে যাবেন জোকার। ফেডেরার, নাদালের সঙ্গে একই সারিতে চলে আসবেন পুরুষদের সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের তালিকায়। আর চলতি বছরে ইউ এস ওপেনে জিতলে আরও একটি রেকর্ড গড়বেন জকোভিচ। বিশ্বের তৃতীয় পুরুষ টেনিস প্লেয়ার হিসেবে এক মরসুমে সবকটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের নজির গড়বেন তিনি। ১৯৬৯ সালে শেষবার রড লেভার এই কৃতিত্ব গড়েছিলেন।রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদালকে অবশ্য একটি বিষয় এখনই টেক্কা দিয়ে দিয়েছেন জকোভিচ।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ফাইনালের দিকেই এগোচ্ছে কোপা

কোপা আমেরিকার ইতিহাসে সবথেকে সফল দল উরুগুয়ে। সর্বোচ্চ ১৫বার দক্ষিণ আমিকার সেরা দল হয়েছে তারা। কিন্তু এবার সুযোগ ছিল সংখ্যাটি আরও একধার বাড়িয়ে নেওয়ার। কিন্তু পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করতে পারলেন না লুইস সুয়ারেজ, এডিনসন কাভানিরা। কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরে এবারের মতো কোপাকে বিদায় জানালেন অস্কার তাবারেজের শিষ্যরা।শেষ আটের যুদ্ধে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ছিল গোলশূন্য। অতিরিক্ত সময়েও গোলের দেখা পায়নি কোনও দল। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। কলম্বিয়ার হয়ে প্রথম শটে গোল করেন জাপাতা। উরুগুয়ের কাভিনিও কোনও ভুল করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় শটে কলম্বিয়ার সানচেজ গোল করলেও, উরুগুয়ের গিমেনেজর শট রুখে দেন গোলরক্ষক। তৃতীয় শটে ইয়ারি মিনা এবং সুয়ারেজ, দু"জনেই গোল পান। চতুর্থ শটে বোরহা গোল করেন কলম্বিয়ার হয়ে। কিন্তু ভিনা শট রুখে দিয়ে নায়ক বনে যান ওসপিনা। জোড়া পেনাল্টি রুখে কলম্বিয়াকে সেমিফাইনালে তোলেন নাপোলির এই গোলরক্ষক।সেমির যুদ্ধে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে পেরু। গ্রুপ পর্বে এই পেরুকে চার গোল দেওয়ায় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়েই মাঠে নামবেন তিতের শিষ্যরা। অপর সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা খেলবেন কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। অপেক্ষাকৃত শক্ত ম্যাচ হলেও, এবার কিন্তু দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা। মেসি নির্ভরতা কাটিয়ে দলগত ফুটবল খেলছে লিওনেল স্কালোনির দল। ফলে কোপা ফাইনালে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পক্ষেই বাজি ধরছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বের সবথেকে উত্তেজক দ্বৈরথের অপেক্ষায় বুক বাঁধছে ফুটবল দুনিয়া।

ইকুয়েডরকে হারিয়ে কোপার সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

ব্রাসিলিয়া, ৪ জুলাই (হি.স.) : কোপা আমেরিকা কাপের কোয়ার্টার্স ফাইনালে ইকুয়েডরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল আর্জেন্টিনা। গোল করলেন লিওনেল মেসি। সেই সঙ্গে দুটি গোল করিয়ে আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে তুললেন মহাতারকা মেসি।

ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম একাদশে অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া, সার্জিও আগুয়েরোকে রাখেননি আর্জেন্টিনা কোচ। লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্তিনেজ ও নিকোলাস গঞ্জালেসকে সামনে খেলিয়ে ৪-৩-৩ ছকে দল সাজিয়েছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। ফলে ম্যাচের প্রথম থেকেই আক্রমণে উঠতে থাকে নীল-সাদা জার্সির দল।

অন্যদিকে ৪-৩-৩ ছকে দল সাজিয়ে শুরুর দিকে আর্জেন্টিনাকে বেশ বেগ দিতে থাকে ইকুয়েডর। হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়রা একাধিকবার ঘাত-প্রতিঘাতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে চোট-আঘাত বাড়তে থাকে। তারই মধ্য অব্যাহত থাকে লিওনেল মেসি ক্যারিশমা। ৪০ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত একটি মুভ তৈরি করে নীল-সাদা জার্সির দল। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে লিওনেল মেসি শিবির।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে আরও চাপ বাড়াতে থাকে আর্জেন্টিনা। একাধিকবার গোল করার কাছেও পৌঁছে যায় লিওনেল মেসি শিবির। কিন্তু ইকুয়েডরের দিশাহীন ফুটবলে কিছুটা হলেও খেই হারাতে শুরু করে আর্জেন্টিনাও। ৭১ মিনিটের মাথায় অভিজ্ঞ দি মারিয়াকে নামান আর্জেন্টিনা কোচ। এরপরই খেলায় ফের গতি সঞ্চার হয়। ৮৪ মিনিটের মাথায় দি মারিয়া, মেসি যুগলবন্দি থেকে তৈরি বল থেকেই গোল করেন মাটিনেজ।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ইউরোতে ইউক্রেনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড

রোম, ৪ জুলাই (হি.স.) : ইউক্রেনকে উড়িয়ে দিয়ে ইউরো কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল গ্যারেথ সাউথগেটের দল ইংল্যান্ড। রোমের মাঠে ইংল্যান্ড ৪-০ গোলে জয়লাভ করে। সেমিফাইনালে তাদের খেলতে হবে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ম্যাচ হেরে চলতি ইউরো থেকে বিদায় নিতে হল ইউক্রেনকে।

কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। দুরন্ত শটে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে রাহিম স্টারলিংয়ের বাড়ানো পাস থেকে তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বলটাকে পাঠিয়ে দেন। আর সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের শুরুটাও বেশ ভালোই হয়। তবে ম্যাচের প্রথমার্ধে ইউক্রেনের ছন্দ পেতে, কিছুটা হলেও সময় লাগে। প্রথমার্ধে ইউক্রেনকে তারা অবশ্য একবারে হালকাভাবে নিতে চায়নি। ফাইনাল থার্ডে মাঝেমধ্যেই তাঁরা বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে। জেডন স্যাঞ্চো এবং ডেকলান রাইস প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটা ভালো সুযোগ তৈরি করেছিলেন। তবে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে গ্যারেথ সাউথগেটের দল ঝোড়ো টর্নেডোর মতো ইউক্রেন শিবিরে আছড়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ফুটবল ব্রিগেডকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন হ্যারি মিগুয়ের। লিউক শ"য়ের ফ্রি-কিক থেকে দুরন্ত একটা হেড দিলেন ইংল্যান্ড দলের এই ডিফেন্ডার। এরপর মাত্র চার মিনিটের মধ্যেই আসে তৃতীয় গোলটা আসে ইংল্যান্ডের। দলের স্কোর কার্ড ৩-০ করলেন হ্যারি কেন। ৬৩ মিনিটে ফের গোল। এবার গোল করলেন জর্ডন হেন্ডারসন। ৫৭ মিনিটে রাইসের পরিবর্তে হেন্ডারসন মাঠে নামেন। আর নেমেই তিনি নিজের ম্যাজিক দেখিয়ে দিলেন।

আলভেসের চোখে সময়ের সেরা নেইমার, সর্বকালের সেরা মেসি

ব্রাসিলিয়া, ৪ জুলাই : তার ডাক নাম 'এল লোকো' বাংলায় অর্থ করলে হবে পাগল। মাঠে এবং মাঠের বাইরে তিনি মজার এক ব্যক্তিত্ব। নামটা সেখান থেকেই এসেছে। তবে মজার এই মানুষটির শুরুর দিনগুলো ছিল ভীষণ কঠিন। জীবন সংগ্রামে অভাব-অনটনসহ নানা প্রতিকূলতার সাথে তার পরিচয় ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু তিনি সেখান থেকে হারিয়ে যেতে চাননি। স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্ব জয়ের। মনের আনন্দে ফুটবল খেলতে খেলতে হতে চেয়েছেন সেরাদের সেরা। লম্বা ক্যারিয়ারে দৃঢ় সংকল্পের ডানায় চড়ে সব বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে তিনি পূরণ করেছেন শৈশবের স্বপ্ন। গল্পটা ব্রাজিলের জুয়াজেইরো গ্রামের এক বালকের, গল্পটা ইতিহাসের সেরা রাইট ব্যাকদের একজন দানি আলভেসের। বয়স হয়েছে ৩৮, তবে এখনো স্বপ্নের পেছনে আলভেসের ছুটে চলা থেমে নেই। একটি চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ করে নিজেকে দিচ্ছেন নতুন লক্ষ্য। তাতে সুদীর্ঘ এই পথচলায় তার শিরোপার শোকেসও হয়ে উঠেছে পূর্ণ। পেশাদার ক্যারিয়ারে জিতেছেন রেকর্ড ৪৩ টি শিরোপা। সাবেক বার্সেলোনা, ইউভেন্তুস ও পিএসজি তারকা এখন খেলছেন ব্রাজিলের ক্লাব সাও পাওলোতে। সেখানে খেলেই নিজেকে প্রস্তুত করতে চান কাতার বিশ্বকাপের জন্য। এরই মাঝে চমক হয়ে এসেছে তার টোকিও অলিম্পিকে খেলার ঘোষণা। ব্রাজিলের ২৩ বছরের বেশি বয়সী তিনজন খেলোয়াড়ের একজন আলভেস।ফিফার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে আলভেস কথা বলেছেন তার অলিম্পিকে খেলা, সামনের লক্ষ্য, ব্রাজিলের হয়ে আরেকটি বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা, বেড়ে ওঠার দিন, বার্সেলোনার হয়ে খেলার সময়, নেইমার এবং মেসিকে নিয়ে।ব্রাজিল কোচ আন্দ্রে জারদিনে বলেছেন, তিনি যখন আপনাকে অলিম্পিক দলে খেলার প্রস্তাব দেন তখন নাকি আপনার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে কেমন লেগেছিল?আলভেস: অসাধারণ অনুভূতি। এমন অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি- আমি সবসময় অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছি, তাই মুহূর্তটা ছিল ভীষণ আনন্দের। অলিম্পিকে খেলার ভাবনা যে কাউকে আবগতাড়িত করে। আমি দেশপ্রেমী- ব্রাজিলের জার্সি পরাটা আমি কতটা ভালবাসি, তা বলে বোঝাতে পারব না। অলিম্পিকের মতো জাদুকরী মঞ্চে দেশকে ও দেশের মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করাটা সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।আপনার বয়স হয়ে গেছে ৩৮ বছর। (নিয়মানুযায়ী) ব্রাজিল মাত্র তিন জন (২৩ বছরের বেশি) খেলোয়াড় নিতে পারতো। আপনি কি ভেবেছিলেন, আপনার অলিম্পিকে খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে?আলভেস: কখনোই মনে হয়নি আমার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। নিজের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে- আমি যেভাবে নিজের যত্ন নিই, যেভাবে প্রস্তুতি নিই আর আমার পারফরম্যান্স। আমি আগে দুইবার সুযোগ হারিয়েছি, তৃতীয়বারের সুযোগে ব্রাজিলকে অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করব এবার। সোনার পদক জয় করাটা হবে অনেক দায়িত্বের, তবে এটার জন্যই তো খেলছি। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয়ী খেলোয়াড় আপনি। সেখানে অলিম্পিকে সোনা জয় আপনার কাছে কতটা গুরুত্ব বহন করে?আলভেস: প্রতিটি শিরোপারই আলাদা গুরুত্ব আছে। তবে এর মাঝে কিছু আছে বিশেষ। আর অলিম্পিক হলো অন্যগুলোর চেয়ে স্পেশাল। এটা বিশ্বকাপের মতো। প্রতি চার বছর পর পর আসে। বিশ্বের সব সেরা অ্যাথলেট, সেরা দলগুলো খেলতে আসে। অলিম্পিক পুরো বিশ্বকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। আমাদের এই দলের খেলোয়াড়রা প্রথমবারের মতো অলিম্পিকে খেলবে, এটা হবে জাদুকরী একটি ব্যাপার। তবে আমাদের লক্ষ্যে মনোযোগী থাকতে হবে-দেশের জন্য

আরেকটি সোনা জিততে হবে। জয়ের লক্ষ্যে আমাদের অবিচল থাকতে হবে।আরেকটি বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী?আলভেস: সত্যি বলতে, এটাই আমার মূল লক্ষ্য। অলিম্পিকে ডাক পাওয়াটা আসলেই ভালো একটি সারপ্রাইজ ছিল, তবে পিএসজি ছাড়ার পর থেকে আমি নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি যে বিশ্বকাপে খেলার জন্য আমি নিজেকে শতভাগ উজাড় করে দিব। জীবনে আপনাকে বড় লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং সেটা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। কখনো আপনি সেটা অর্জন করতে পারবেন, কখনো পারবেন না। তবে এটা প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, আমি যদি বিশ্বকাপে সুযোগ না পাই তাহলে সেটা আমার চেষ্টার ঘাটতির জন্য হবে না। জায়গা আমার প্রাপ্য না হলে আরেক জনের হবে। তখন আমি হবো দলের সবচেয়ে বড় সমর্থক। আমি সব সময়ই বিশ্বকাপের কথা ভাবি এবং এই স্বপ্ন পূরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। এটাই হবে চূড়ান্ত (লক্ষ্য)।নেইমারের ব্যাপারে আপনার মতামত?আলভেস: অত্যন্ত বিরল প্রতিভা। সে উপযুক্ত সম্মান পায় না। আমাদের দেশে সফল হওয়াটা যেন একটি বড় অন্যায়। আমি মনে করি তাকে ব্রাজিলিয়ান হওয়ার মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে। সে যদি অন্য দেশের হত, যা যা করেছে, যে রেকর্ডগুলো সে ভেঙ্গেছে, সেটার জন্য ব্রাজিলিয়ানরা তাকে আরো উপরে রেখে মূল্যায়ন করতো। নেইমারের জন্য বাচ্চারা ফুটবল খেলাকে ভালবাসে। আমি যখন ছোট ছিলাম, ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড়দের যাদুকরী খেলা আমাকে ফুটবলের প্রেমে পড়তে বাধ্য করেছিল, তাদের ভিন্ন কিছু করার ক্ষমতা ছিল, তারা দেখাত ফুটবলটা আসলে কি। এরপর ফুটবল বিরক্তিকর হয়ে গেল- খুবই ট্যাকটিকাল, শারীরিক। ফুটবল হবে ছবির মত, যা হবে সুন্দর। যেটা নেইমারের খেলায় দেখা যায়। তার মত যাদুকরী আর কেউ নেই। আমি ফুটবলকে খুব ভালবাসি এবং আমি নেইমারের খেলা দেখতেও খুব ভালবাসি।সেই যাদুকরী ফুটবলার কারা, যারা আপনাকে ফুটবলের প্রেমে ফেলেছিল?আলভেস: আমি ভালবাসতাম রোনালদিনিয়ো ও রোমারিওর জাদু। তবে আমার আদর্শ ছিল কাফু। জুয়াজেইরো থেকে এসে আমরা যাদুকরী হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। এই জায়গায় আসতে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। আমার সীমানা ছিলেন কাফু। তার গল্প, তিনি যেভাবে লড়াই করতেন সেটা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই লোকে যখন কাফুর সঙ্গে আমার তুলনা করে আমি সেটা অপছন্দ করি। নিজের ওপর আমার অনেক বিশ্বাস আছে, আমার মনে হয় যেন, আমি হলিউডের অস্কার জিতেছি, তবে কাফুর প্রতি আমার সর্বোচ্চ সম্মান রয়েছে এবং এই ধরনের তুলনা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। কাফু একজন কিংবদন্তি।বার্সেলোনায় আপনার সময়টা কেমন ছিল?আলভেস: অতুলনীয়। আমি বিশ্বাস করি, আমি ইতিহাসের সেরা ফুটবল দলে খেলেছি। এতোটা যাদুকরী কোন দল দেখিনি যারা সবদিক দিয়ে ছিল সুসংগত। ৯০ মিনিট আমরা একই তালে খেলতাম। বিশ্বসেরা মহাতারকারা সেখানে খেলত বাচ্চাদের মতো। আমরা শুধু জেতার জন্য খেলতাম না, বিনোদনের জন্যও খেলতাম। আমাদের ছিল একের পর এক অসাধারণ সব খেলোয়াড় এবং সেটার প্রতীক ছিল একজন যে সবার কাছে ছিল ভিনগ্রহের। এটা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ এই অনুভূতিটা কেবল সেই স্কোয়াডের সদস্যরা বুঝতে পারবে যাদের এই অভিজ্ঞতাটা হয়েছে। আমরা উপভোগ করেছি অপরিসীম উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত।আপনি কি মনে করেন সেই খেলোয়াড়ই সর্বকালের সেরা ফুটবলার? আলভেস: আমি শুধু তাদের ব্যাপারেই বলতে পারি, যাদের সঙ্গে আমি খেলেছি। বেশ কিছু অসাধারণ প্রতিভা দেখেছি, তবে তারা লম্বা সময় ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মান ধরে রাখতে পারেনি। তাই সে আর্জেন্টাইন হওয়া সত্ত্বেও, আমি স্বীকার করছি, মেসিই সর্বকালের সেরা ফুটবলার। আপনার মতে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ফুটবলার কে?আলভেস: এই মুহূর্তে নেইমার বিশ্বের সেরা ফুটবলার। আপনার বেড়ে ওঠার সময়টা বেশ কঠিন ছিল আলভেস: অনেক বাচ্চাদের জন্যই এটা কঠিন। আমি খুব ভাগ্যবান কারণ, আমার বাবা-মা সবসময় এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতেন যেন টেবিলে খাবার থাকে। তারা আমার হিরো হয়েই থাকবেন। তবে অন্য অনেক বাচ্চাদের যা ছিল তা আমার কাছে ছিল না। আমাকে অনেক অল্প বয়স থেকেই কাজ করতে হয়েছে। তবে একটা জিনিস আপনাকে জীবনের সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সাহায্য করবে: স্বপ্ন। আপনার সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু আপনি যখন বড় স্বপ্ন দেখবেন, আপনার স্বপ্ন এতোটাই যাদুকরী যে সেটা আপনার চিন্তাজগতকে গ্রাস করবে, সঙ্কট নিয়ে আপনি আর চিন্তা করবেন না। অবশ্যই স্বপ্নপূরণে আপনাকে শতভাগ উজাড় করে দিতে হবে- স্বপ্ন দেখতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমার স্বপ্ন ছিল ফুটবলার হওয়া। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে আপনি ৪৩ টি সিনিয়র শিরোপা জিতেছেন। এটা ভাবতে কেমন লাগে যে আপনি হতে পারেন বিশ্বের প্রথম ৫০ টি শিরোপা জেতা ফুটবলার?আলভেস: নিজেকে নিয়ে আমি গর্বিত। আমি চিন্তা করি, এসব অর্জনের জন্য আমাকে কত কষ্টকর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি মনে করি, আপনার আকাশ সমান স্বপ্ন থাকতে হবে। হ্যাঁ, আমি চিন্তা করি, মাইলফলক নিয়ে। ৫০ শিরোপা! আমার মনে হয়, এটা হবে অসাধারণ, ঐতিহাসিক। আশা করি, অবসরের আগে আমি ৫০ স্পর্শ করতে পারবো এবং আশাবাদী এর মধ্যে বিশ্বকাপও থাকবে।

ব্যতিক্রমী কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ব্যতিক্রমী কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুন। নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার সাথে কাজ করলে সাফল্য আসবেই। আজ প্র'াভবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের ১১৯ তম পুণ্যতিথিতে বিবেকানন্দ বিচার ম'আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী আজ প্র'াভবনে আয়োজিত ''ভারতীয় ব্যবস্থা ও ভারতীয় চিন্তা'' এই ভাবনায় মন্থন শীর্ষক অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিক'তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি জনকল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সুযোগ সম্পর্কে আরও জনজাগরণ তৈরীর লক্ষ্যে ইতিবাচক প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাছাড়াও সততার নজির স্থাপনের জন্য আটো চালক সুজিত বরণ নাথ ও স্বনির্ভর ক'ষক বিক্রমজিৎ চাকমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, গতানুগতিকতার উর্দ্ধে নিজের ভাবনা এবং চিন্তননির্ভর কাজ, নিজেকে যেমন আরও বেশী সমৃদ্ধ করে তেমনি কার্য সম্পাদনেও গতি স'ার করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিয়োগ নীতি থেকে শুরু করে, প্রকল্পের সুবিধা এখন সুবিধাভোগীগণ সরাসরি পেতে পারেন। এর ফলে কোন ধরনের কমিশন আদায়ের সুযোগ এখন নেই। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্বামী

বিবেকানন্দের আদর্শ নিজেদের জীবন শৈলীতে অনুসরণ করারও পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রথমেই ফোয়াইফাং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কমিউনিটি হেলথ অফিসার সুমিত কুরিকে পাহাড়ি এলাকায় কোভিড টিকাকরণের পাশাপাশি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সম্বর্ধিত করেন। কোভিডকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রটিকে প্রাধান্য দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেও আশাকর্মী সঙ্গীত দেব আচার্য নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব প্রতিপালন করে নিজ কমর্তব্যের প্রতি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এদিন মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা সম্মানিত হন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী হরিপদ দেববর্মা, অরুনা দেববর্মা, ঊষারাণী দেববর্মা, তরুবালা দেববর্মা, মিতা নাহা দাস রায়, শেফালী দেব ও শর্বরী পালকে সংবর্ধনা 'াপন করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বর্তমান সময়ে কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একই সাথে কোভিড ভ্যা'িনেশনেও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে কাজ করে গেছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন অটোচালক সুজিত বরণ নাথ। তিনি নিজের অটোতে ফেলে যাওয়া এক বাংলাদেশী নাগরিককের মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও সামগ্রী ফিরিয়ে দিয়ে সততার অনন্য নজির সৃষ্টি করেন। এরপর সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় উদ্যমী যুবক ক'ষক বিক্রমজিৎ চাকমাকে। উল্ল্যেখ, বিক্রমজিৎ চাকমা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের যুবক-যুবতিদের আত্মনির্ভর হওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন তাতে উনুপ্রাণিত হয়ে আপেল ও কুল চাষ করে আজ স্বনির্ভর হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জনজাগরণে ভূমিকা গ্রহণ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিসিএ সভাপতি প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, বিবেকানন্দ বিচার ম'ের সভাপতি তথা ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, বিবেকানন্দ বিচার ম'ের সহ সভাপতি তথা ত্রিপুরা ক্রীড়া পরিষদের সচিব অমিত রক্ষিত, সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার, প্রধান সচিব জে কে সিনহা, সচিব পি কে গোয়েল প্রমুখ।

রাফাল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বেনজির আক্রমণ রাহুলের পাল্টা দিলেন অমিত মালব্য

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): এবার নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাফাল নিয়ে বেনজির আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। ইনস্টাগ্রামে নিজের ব্যক্তিগত হ্যান্ডেল থেকে সাদা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তির মুখচ্ছবি পোস্ট করেন তিনি। ছবির বিবরণীতে লেখেন, 'চোরের দাড়ি'। ওই 'অ্যানিমেটেড' ছবির সঙ্গেই মোদীর বহুচর্চিত দাড়ির হুবহু মিল খুঁজে পাচ্ছেন নেটাগরিকরা। পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি-র তথ্যপ্রযুক্তি শাখার প্রধান অমিত মালব্য।

সম্প্রতি রাফাল চুক্তি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের বিচারবিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফ্রান্সের সরকার। তার পরেই এই ভাবে আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়েও এই রাফাল চুক্তি নিয়ে মোদীকে ক্রমাগত আক্রমণ করে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতিটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তাঁকে বলতে শোনা যেত, 'চৌকিদার চোর হ্যায়'। পরে ওই চুক্তি নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং নির্বাচনে ভরাডুবির পর আর বিষয়টি নিয়ে বিশেষ মুখ খোলেননি রাহুল।তবে ফ্রান্সে বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু হতেই রাফাল যুদ্ধবিমান চুক্তিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সুর চরমে তুলেছে কংগ্রেস।

তবে প্রধানমন্ত্রীকে এহেন বেনজির আক্রমণের পাল্টা দিতে ছাড়েননি বিজেপির আইটি প্রধান অমিত মালব্য। রাহুলের 'চোরের দাড়ি' মন্তব্যের পর পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি-র তথ্যপ্রযুক্তি শাখার প্রধান অমিত মালব্য। তিনি টুইটারে লেখেন, '২০১৯ সালে মোক্ষম জবাব পেয়েছিলেন রাহুল। এ বার নিজেকে এই পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন। গোটা দেশের মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার পরও যদি তিনি এই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করে ২০২৪-এর নির্বাচনে লড়তে চান, তা হলে তাঁকে স্বাগত।'

দেশের চিকিৎসকদের ভারতরত্ন দেওয়া হোক মোদীকে চিঠি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.) : করোনাকালে কোভিড যোদ্ধা ভারতীয় চিকিৎসকদের ভারত রত্ন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি লিখলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

রবিবার চিঠিতে তিনি লেখেন, ''দেশের উচিত এই বছর ভারতীয় চিকিৎসকদের ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত করা। আমি কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে চাইছি না। দেশের চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিককদের এই সম্মান পাওয়া উচিত।''

প্রসঙ্গত, ভারতরত্ন ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরষ্কার। ২০১৮ সালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় জন সংঘের নেতা নানজি দেশমুখ এবং সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকাকে ভারত রত্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছিল।

কেজরিওয়াল চিঠিতে লিখেছেন, ''বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও নার্স কোভিডের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ হারিয়েছেন। যদি আমরা তাদের ভারতরত্ন অর্পণ করি তবে এটি তাদের কাছে সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে। লক্ষ লক্ষ ডাক্তার নিঃস্বার্থভাবে তাদের জীবন বা তাদের পরিবার নিয়ে চিন্তা না করে মানুষের সেবা করেছেন। তাদের সম্মান জানাতে ও ধন্যবাদ জানানোর আর কোন উপায় নেই ''।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশে প্রায় ৭৩০ জন এই ভাইরাস শিকার হয়েছেন। বিহারে সর্বাধিক ১১৫ জন মারা গিয়েছেন, তারপরে রয়েছে দিল্লি। সেখানে চিকিৎসক মৃতের সংখ্যা ১০৯, উত্তরপ্রদেশ ৭৯, পশ্চিমবঙ্গ ৬২, রাজস্থান ৪৩, ঝাড়খণ্ড ৩৯ এবং অন্ধ্র প্রদেশ ৩৮।

আগরতলা প্রেসক্লাবে মিডিয়া সেন্টারের উদ্বোধন হল

আগরতলা, ৪ জুলাই।। রবিবার ৪ ই জুলাই দুপুর একটায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবে প্রথম বারের মত উদ্বোধন হল সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের ব্যবহারের জন্য সয়ংসম্পূর্ণ ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক মিডিয়া সেন্টার। দৈনিক সংবাদ -এর আর্থিক সহযোগীতায় চালু হল এই মিডিয়া সেন্টারটি। তাছাড়া একই দিনে আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো স্থায়ী ভাবে চালু করা হল সাংবাদিকদের জন্য ফাস্ট এইড কাউন্টার। প্রতিদিন সাংবাদিকদের জন্য এই কাউন্টারে ব্লাড সুগার, প্রেসার, অক্সিজেন লেভেল পরিমাপ সহ আরও অনেক কিছু পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে।

যান দূর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই।। খোয়াই আবারো যান দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির আহত ব্যক্তির নাম বিপুল ভদ্র নামে এক বাইক আরোহী(৪২) জানা যায় ঘটনাটি ঘটে খোয়াই কমলপুর সড়কে সড়কে বাচাইবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্প চেকপোস্ট সংলগ্ন রোডে একটি বাস গাড়ি অতি দ্রুত গতিতে আশায় উনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতরভাবে একটি গাছের সাথে ধাক্কা লাগে এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় দেখে বিএসএফ কর্তব্যরত কর্মীরা তাকে সাথে সাথে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকরা গুরুতর অবস্থা দেখে জিবি রেফার করেন।

সমস্ত ভারতীয়ের ডিএনএ এক, তা হিন্দু হোক বা মুসলমান ঃ মোহন ভাগবত

গাজিয়াবাদ, ৪ জুলাই (হি. স.): সমস্ত ভারতীয়ের ডিএনএ এক, তা হিন্দু হোক বা মুসলমান। রবিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহ রাওয়ের উপদেষ্টা ডঃ খাজা ইফতিখার আহমেদের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন রাও ভাগবত।

রবিবার গাজিয়াবাদে মুসলিম রাষ্ট্র মঞ্চের ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে তিনি বলেন, আরএসএস সংখ্যালঘু-বিরোধী বা ভারতে মুসলিমরা বিপদের মধ্যে আছেন বলে যে ভয় দেখানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সংঘ প্রধান বলেন, যখন লোকজন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলেন, তখন আমরা বলি যে, প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা গত ৪০ হাজার বছর ধরে একই পূর্বপুরুষের বংশধর। ভারতের মানুষের ডিএনএ একই রকম। হিন্দু ও মুসলমান দু'টি দল নয়। তাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কিছু নেই, আমরা ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ।' তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি মানুষকে একত্রিত বা বিবাদ বৃরি ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে না। তবে প্রভাবিত করতে পারে। ভারতে সংখ্যাগুরুদের আধিপত্য বাড়ছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা সেই ভয়ও কাটানোর চেষ্টা করেন ভাগবত। তিনি দাবি করেন, সংখ্যালঘুদের উপর যখন অত্যাচার হয়, তখন সংখ্যাগুরুদের তরফেই প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা হয়। সংখ্যালঘুদের উপর গো-রক্ষকদের বিরুদ্ধে যে হামলার অভিযোগ ওঠে, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন সংঘ প্রধান। তিনি জানান, গরুকে ভারতে পুজো করা হয়। কিন্তু গো-রক্ষার নামে হিংসাত্মক পথে যাওয়ার ঘটনা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, 'আইন নিজস্ব পথে চলবে। পক্ষপাতহীনভাবে ওদের (পুলিশকে) তদন্ত করতে হবে এবং অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু যে গণহত্যায় জড়িত থাকে, সে কখনও হিন্দু হতে পারে।'

কোভিশিল্ড টিকা নেওয়া ৮৩.৯ শতাংশ ব্যক্তি ডেল্টা প্রজাতিকে খতম করতে সক্ষম

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): করোনাভাইরাসের ডেল্টা প্রজাতির মোকাবিলায় সক্ষম কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন। এমনটাই জানাল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যালর রিসার্চ (আইসিএমআর)। এমনটাই আইসিএমআর দাবি করেছে কোভিশিল্ডের দু'টি টিকা নিয়েছেন, এমন ৮৩.৯ শতাংশ ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের ডেল্টা প্রজাতিকে খতম করার মতো অ্যান্টিবডির খোঁজ মিলেছে। অর্থাৎ যাঁদের নমুনা সংগ্রহ করে এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৬.১ শতাংশ ব্যক্তির শরীরে তেমন অ্যান্টিবডির খোঁজ মেলেনি, যা ডেল্টা প্রজাতিকে রুখতে দিতে পারে। কিন্তু যাঁরা কোভিশিল্ডের একটি টিকা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৫৮.১ শতাংশ ব্যক্তির শরীরে ডেল্টা প্রজাতির মোকাবিলায় সক্ষম অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি, বলছে ওই রিপোর্ট।

ভেলোরের খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান টি জেকব জন বলেন, ''খুঁজে পাওয়া যায়নি মানে একেবারে নেই, তা নয় কিন্তু। অ্যান্টিবডি এতটাই কম তৈরি হয়েছে যে তা ধরা পড়েনি। কোমর্বিডিটি অর্থাৎ মেধুমেহ, হাই পার টেনশন, হৃদ্রোগের সমস্যা যাঁদের আছে, এবং ৬৫-উর্ধ যাঁদের বয়স, তাঁদের শরীরে অ্যান্টিবডি কমই তৈরি হয়। পর্যাপ্ত অ্যান্টিবডি তৈরি করতে তাঁদের হয়তো তৃতীয় টিকা নিতে হতে পারে।''

সরকারি সৌন্দর্যতত্ত্বের নামে ঐতিহাসিক শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

আগরতলা, ৪ জুলাই।। সরকারি সৌন্দর্যতত্ত্বের (!) নামে ঐতিহাসিক শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র। সংগঠনের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রতিটি শহরেরই গৌরবময় কিছু ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকে।

এগুলো সুরক্ষা ও সংরক্ষণের দায় এবং দায়িত্ব সভ্য সমাজের।।গণতান্ত্রিক দেশে জনগনের কান্ডারী হিসেবে সরকার এ দায়িত্ব পালন করবেন এটাই কাম্য।শহরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নির্মাতাদের এ মৌলিক বোধ না থাকলে ইতিহাসপ্রিয় ,সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষের এগিয়ে এসে কথা বলা জরুরি। কিন্তু, এ সময়টুকুতো মানুষকে দিতে হবে ! সরকার পরিচালকদের এ বোধ না থাকলেও প্রায় দুশো বছরের পুরনো শহরে সুশিক্ষিত, ইতিহাসবোধ সম্পন্ন মানুষজন রয়েছেন।

তাঁরা জানেন--কেন ? কীভাবে ? এই স্মৃতিস্তম্ভ টি তৈরি করা হয়েছিল।কেন এটি পোস্টঅফিস চৌমুহনীতেই করা হয়েছিল। কেন এখানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধের কামান রাখা হয়েছিল। আগরতলায় বসবাসকারী ইতিহাসের সাক্ষী শ্রদ্ধাভাজন মানুষরা আজও রয়েছেন। তাঁরা জানেন। তাদের সঙ্গে কথা বলা যেত। তা না করে করোনা কার্ফু চলাকালীন সময়ে সরকারের মনে হল পঞ্চাশ বছরের পুরনো বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি -বিজরিত ,শহর প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙে ফেলতে হবে ! এবং ৩ জুলাইয়ে ভেঙে ফেলা হল। একে বর্বরতার সৌন্দর্য(!) কীর্তন ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে !

দায়িত্বশীল সাংবাদিক বন্ধুরা ছুটে গিয়ে হতিহাস ধংসের নির্মমতার এ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলেন। সেই থেকে আগরতলাসহ সারা রাজ্যের মানুষ হতবাক। ইতিহাস ও ঐতিহ্যহীন কর্তা ব্যক্তিরা জানেন না ,১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় আগরতলার এই পোস্ট অফিস চৌমুহনীই ছিল আন্দোলনের কেন্দ্র। আগরতলা তখন বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সামরিক রাজধানী। তাই, তৎকালীন পাকিস্তানি হনাদার বাহিনীর আক্রমণে যখন নির্মম নির্যাতন ও হত্যার উৎসব চলছে তখন বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির দাবিতে এই পোস্ট আফিস স্কয়ারে সারাদিনব্যাপী প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে।

কবিতা হয়েছে, গান হয়েছে, সংগ্রামী আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের এই সংগ্রামকে সেদিন নির্যাতিত জনতার অভ্যুত্থান হিসেবে দেখেছিলেন। আর এই স্মৃতি স্তম্ভটিতো নির্মিতই হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে নিহত ভারতের বীরসেনানী, মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধে নিহত এরাজ্যর সাধারণ মানুষদের স্মৃতির প্রতীক হিসেবে।

আমরা ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র, আগরতলা শহর এবং সারা রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে এ রকম একটি ধংসাত্বক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে স্মৃতি স্তম্ভটি যথাস্থানে সাপনের দাবি জানাচ্ছি।আমরা প্রত্যাশা করছি এ দাবি পূরণে সরকার সদর্থক ভূমিকা পালন করে ইতিহাস ধংসের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।